পূজার-ফুল

পূজার ফুল

রচয়িত্রী

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

১৩৩২ সাল, চৈত্র।

মূল্য [illegible] টাকা।
১৷৹

প্রকাশক—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু

[illegible] স্ট্রীট, ৩৮, রাজা নবকিষেণ স্ট্রীট

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

শ্রীশ্রীলাল জৈন কাব্যতীর্থ

জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশক প্রেস

৯, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

শ্রী ....

....

....

উৎসর্গ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর মিত্র মহাশয়ের

ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী,

সাবিত্রী স্বরূপা

শ্রীমতী প্রভাবতী মিত্র

স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিণী জননীর

সু-পবিত্র করকমলে

আমার

"পূজার ফুল"

অর্পণ

করিলাম !!

(১)

হরিভক্তি পরায়ণা জননি আমার।
কি দিয়ে সুধিব মাগো স্নেহ আপনার॥
লক্ষ্মী স্বরূপিণি গৃহ মঙ্গল কারিণি,
আপনার গৃহে বাঁধা নিজে নীলমণি।
পুরাণে সাবিত্রী-কথা সকলেই জানে,
এখানে প্রত্যক্ষ সবে দেখিনু নয়নে॥

শোক-তপ্ত হৃদয়ের যত ব্যথাগুলি,
বেদনার অশ্রু দিয়ে গাঁথা হৃদি তারে,
এনেছি মা, ওই করে তুলে দিব বলি,
জুড়াতে এ হৃদিভার ক্ষণেকের তরে।

সবা প্রতি সম প্রীতি আছে আপনার,
ভরসা করিয়ে তাই দাঁড়াইনু এসে,
অযোগ্য যদিও এই লেখনী আমার,
যতনে লবেন জানি, নিজ স্নেহবশে।

তাঁহার অসীম দয়া আপনার প্রতি,
ও আননে শান্তিসুখ চির যেন রয়,
উজ্জ্বল থাকুক চির আনন্দের জ্যোতি,
শ্রীহরি কৃপায় হ'ক সিন্দূর অক্ষয়।

ইতি

স্নেহের কন্যা

"কুমুদ"।

সূচীপত্র।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	পরিবর্তে	পড়ুন
৩	১২	পীতধরা	পীতধড়া
৯	১৬	হারাওনা	হারায়না
১২	১৭	মধুরে	মধুর
১৫	১৪	মেঘেতে	নীলমেঘেতে
১৬	২	জগত	জগৎ
২১	১০	পড়াইব	পরাইব
২৫	৬	পারি	পাড়ি
২৬	১৪	ধাঁদায়	ধাঁধায়
২৮	১৩	সান্ধ্যা	সন্ধ্যা
২৯	৪	পড়াইল	পরাইল
৩১	৯	সঞ্চরণ	সঞ্চয়ণ
"	১৩	দূরে হ'তে	দূর হ'তে
৩৪	১০	কেঁড়ে	কেঁড়ের
"	১১	হাড়ি	হাঁড়ি
৫১	৫	মি	তুমি
৫৫	৭	জোড়	জোর
৫৮	১১	বাসিয়া	বসিয়া
৬৮	১৭	রয়েছে	রয়েছ
৭০	১৩	হরে নাম	হরে রাম
১১০	১৮	নরখি	নিরখি
১১২	৫	ছাড়খার	ছারখার
১১৫	১১	সেই	যেই
১১৮	৬	খোটা	খোঁটা
১২১	৭	বিকল	বিফল
১২৫	১	রাসেশ্বরা	রাসেশ্বরী
১২৭	১৩	ঠাই	ঠাঁই
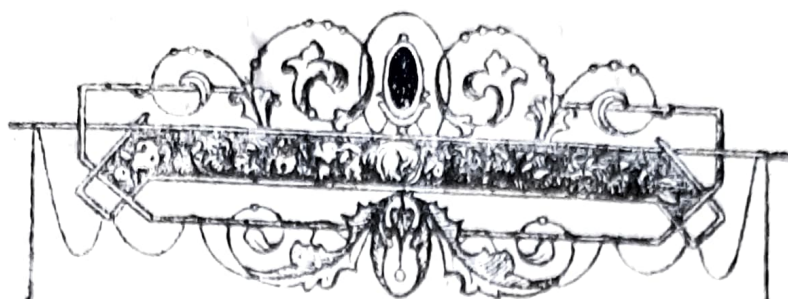
পূজার ফুল

শ্রীগুরবে নমঃ।

গুরুসত্য।

গুরু সত্য, গুরু সত্য, গুরু সত্য সার,
গুরু বিনা এ জগতে কিছু নাহি আর।
গুরু ধ্যান গুরু জ্ঞান গুরু প্রাণারাম,
গুরুই পরম ব্রহ্ম, গুরু রাম নাম।
গুরু সত্য, দয়াময় জ্ঞান চক্ষু দাও,
অজ্ঞান আঁধার নাশি বিবেক-জাগাও।
তব কাছে এই ভিক্ষা এ সংসার মাঝে,
গুরুর চরণ যেন হৃদয়ে বিরাজে।

গুরু আরাধন গুরুর পূজন
কিছুই নারিনু করিতে,
দয়াময় গুরু ক্ষম মোরে প্রভু
জ্ঞান হীনা আমি জগতে ॥ ১ ॥

ত্যাগ।

নাই নাই বলে মিছে ভেবনারে মন,
স্বার্থত্যাগী হও নিজে ঘুচিবে রোদন।
তুচ্ছ বিলাসের বশে মজোনাক আর,
ত্যাগই পরমশান্তি নির্ম্মল হিয়ার।
মানবের হাহাকার ভোগ লালসায়,
সদ্‌গুণ জীবনের সব চলে যায়।
ভালবাস, চেয়োনাকো ভালবাসা ফিরে,
পবিত্র হইবে আত্মা ভালবেসে তাঁরে।
আনন্দ নির্ঝর রূপে অন্তরে বহিবে,
অনাবিল স্রোতে মন পবিত্র হইবে।
মন-মলা আবিলতা সেখানে রবে না,
ত্যাগেতে হবে না আর সন্তাপ যাতনা।
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত এই ত্যাগ মহাধন,
ত্যাগে মুগ্ধ হ'য়ে ভজ শ্রীহরি-চরণ ॥ ২ ॥

পূজা কি নেবে না মোর ?

এস, নবীন নীল শান্ত সরস, এ হিয়া তটিনী কূলে,
নব ঘন শ্যাম মূরতি মোহন, এখন রয়েছ ভুলে !
আমি অধীর হ'য়েছি তোমার লাগিয়া, এস হে পরাণ বঁধু,
অপাঙ্গে চাহিয়া বঙ্কিম হইয়া, দাঁড়ায়ে থেকো না স্বধু ।

* * * *

আমি না জানি ভজন না আছে ভকতি
কি দিয়ে পূজিব তোমারে,
সত্ব রজ তম ত্রিগুণ অতীত শিখাইয়া দাও আমারে,
আছে হৃদি চন্দন পরাণ তুলসী আর স্বধু আঁখি লোর,
এই আঁখি জলে চরণ ধোয়াব পূজা কি নেবেনা মোর ॥৩

—*—

রূপ ।

গলে বনমালা দোলে তিলক চন্দন ভালে
মরি কি মধুর !
কটি তটে পীত-ধরা শ্রীঅঙ্গে বিজলি বেড়া
চাঁচর চিকুর ।
দাঁড়ায়ে বঙ্কিম ঠামে প্রেমময়ী রাধা বামে
ভক্ত প্রাণধন,

শিখি-পুচ্ছ শিরোপরি করেতে বাঁশরী ধরি'
মজা'তেছ মন।
প্রতি গোপিনীর সঙ্গে খেলিতেছ নব রঙ্গে
জান কত ছল,
চাহিয়া মুখেরি পানে কেড়ে লও মন প্রাণে
আঁখি ঢল ঢল।
শ্রীমুখ মাধুরী হেরি প্রাণ দিল ব্রজনারী ;
ওহে মন চোর,
দেখা কি দিবে না শ্যাম ! হ'য়ো না নিঠুর বাম
মুছ আঁখি লোর ॥ ৪ ॥

—*—

পাথেয়।

হা কৃষ্ণ দীনের বন্ধু ভকতের গতি,
দয়া করে কৃপাময় কর শুদ্ধমতি।
তাপিতের কর প্রভু তাপ নিবারণ,
দুস্তর পাথারে রেখো পতিত পাবন।
কমল ও পদ রজে স্থান যেন পাই,
কৃপাসিন্ধু তব কৃপা কণা মাত্র চাই।
পুলিন-বিহারী হরি রাধার জীবন,
শোক তাপ দুখ জ্বালা তোমাতে অর্পণ।

যা খেলালে তাই নাথ খেলিলাম আমি,
ও চরণে পাপ পুণ্য সঁপিয়াছি স্বামি।
তুমি ছাড়া পাথেয় ত নাই কিছু আর,
অন্তিমেতে রাধাকান্ত পাথেয় আমার ॥ ৫ ॥

— • —

বৃন্দাবন।

আহা, মধুর মধুর বৃন্দাবন,
বৃন্দাবলী তোমায় স্মরি, কৃষ্ণ নাম হৃদয়ে ধরি'
শ্যাম নাম লতায় পাতায় করেছিল দরশন,
বৃন্দাবলী তমালেরে করি' দরশন
বলেঃ—"মাথা নুয়ে আছ কৃষ্ণের কারণ?
কুসুমিত কুঞ্জবন বৃন্দা করি' দরশন
বলে ঃ—"পুষ্প কার তরে গন্ধ কর বিতরণ?
গুঞ্জরি ভ্রমরা-কুল কর কার সংকীর্ত্তন,
শ্রীহরি শ্রীহরি সেজে আমারই সে কৃষ্ণধন।
লতায় হরি পাতায় হরি ফলে হরি ফুলে হরি,
জলে হরি স্থলে হরি, হরিময় এ ভুবন।
শ্যামল ধরণী তল শ্যামল সে তরুদল
শ্যামল সে বন রাজী শ্যামময় বৃন্দাবন ॥ ৬ ॥

নারায়ণ।

অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন নারায়ণ,
পদতলে বসি' লক্ষ্মী করেন সেবন।
নাভি পদ্মাসনে বসি' ব্রহ্মা সৃষ্টিপতি
হাসিয়া কহেন তাঁরে আপনি শ্রীপতি ;—
সৃষ্টির কারণ মোর হয়েছে বাসনা,
কর ধাতা ধরাতলে মানব-রচনা।
সংসার মায়ায় মগ্ন হ'বে সব নর,
শোক তাপ দুঃখ জ্বালা পাবে নিরন্তর।
মায়া ত্যজি' যেবা মোরে কাতরে ডাকিবে,
এ বাহু-বন্ধনে মোর হৃদয়ে আসিবে ॥ ৭ ॥

---*---

প্রতীক্ষা।

হরি, কবে আর বল দেখা দিবে গো আমায়,
ওই চরণ হেরিব বলে আছি নিরালায়।
কবে মিটাইবে আশা, হৃদয়ে দারুণ তৃষা,
এস, নবীন নীরদরূপে বাঁশরি বাজায়ে,
(আমি) তোমা বিনা নাহি জানি, ওহে নীলকান্তমণি,
এস ভুবন ভুলান রূপে এস দয়াময়।

দেহ হ'ল ক্রমে ক্ষীণ, দৃষ্টি শক্তি হ'ল লীন,
কত আর সয় বল তোমা হারা এ হৃদয় ?
তব রূপ ধ্যান ল'য়ে আছি তোমা-ময় হ'য়ে,
করুণার কণা দানে কৃপা কর কৃপাময় ॥ ৮ ॥

বেণুরব ।

বেণুরব মোর শ্রবণে পশিলে রহিতে নারি যে সই,
শ্যামের মোহন মূরলি শুনিলে পাগলিনী যেন হই ।
ঘরেতে শাশুড়ী ননদী দু'জনা দোঁহে দুঁহু মুখ চায়,
গাগরী লইয়া যাই পাছে ত্বরা রহিয়াছে পাহারায় ।
ছল খুঁজে ফিরি যাইবার তরে,
শুধু চেয়ে দেখি পাছু ফিরে ফিরে,
ললিতা বিশখা যত সহচরী,
সেই কালে এল সবে ত্বরা করি,
শ্যামের মোহন বাঁশরী শুনিয়ে সব সহচরী ধায়,
আমি অভাগিনী মরমে মরিয়া দাঁড়ায়ে রহিনু ঠায় ॥৯॥

*   *   *   *

বাঞ্ছিত।

নিয়ত বাসনা হেরিতে তোমারে
কবে দিবে মোরে দেখা,
কাতরে কিঙ্করী ডাকিছে তোমারে
কোথা গো জীবন সখা।
তোমারি কিরণে এ আঁধার প্রাণে
দূরে যাবে দুখ-ভার,
তোমা ছাড়া হয়ে তিলেকের তরে
রহিতে নারি যে আর।
পরাণের জ্বালা জুড়াবার লাগি
তোমার শরণ চাই,
এস এস নাথ হৃদয় মাঝারে
তব দেখা কোথা পাই।
তুমি ছাড়া আর নাহি মম কিছু
চির তরে তব আমি,
শোকে দুখে এই হিয়ার মাঝারে
রয়েছ দিবস যামি।
তোমারি চরণ সতত স্মরণে
তুমি মম হৃদয়েশ,
আজি, এস অভাগীর চির প্রিয়তম
এস এস পরমেশ ॥ ১০

—০:০—

পতিত-তারণ।

কেহ নাই কেহ নাই ওরে মূঢ় মন !
কার তরে করিতেছ বৃথা এ রোদন ॥
কন্যা পুত্র পতি পত্নী কেহ কার নয়।
ভ্রমান্ধ হইয়া সবে মুগ্ধ হ'য়ে রয় ॥
এ জগতে ছল খুঁজে চলিতেছে সবে।
সুযোগ পাইলে ব্যথা দিতেই গো হ'বে ॥
স্বার্থপূর্ণ এ সংসার বুঝে নাক ব্যথা।
মরা বাঁচা এখানেতে সব এক কথা ॥
আমার আমার ক'রে তবু ঘুরে মরে।
সকলি কুহক পূর্ণ ভাবে নাক নরে ॥
পরেতে বুঝিবে হায়, ঠেকিবে যখন,
আসিবে সে দিন সত্য না মানি বারণ ॥
সতর্ক হইও সবে তাঁর উপদেশ,
নিয়ত অন্তরে ডেকো ব্রজ-হৃদয়েশ।
সাবধানে খেল সবে কেটে যায় বেলা।
মিছা দিন হারাওনা করি অবহেলা ॥
তাঁর কাছে পাত্রাপাত্র কালাকাল নাই।
তাঁহার চরণ তলে মাগ নিজ ঠাঁই ॥
সব দুখ ঘুচাবেন শ্রীমধুসূদন।
তিনি যে অনাথ নাথ পতিত তারণ ॥ ১১ ॥

—:*:—

চরণ।

হায় রে অবোধ মন ভজ হরি নাম,
সেই পদে রাখ মতি পাবি মোক্ষ-ধাম।
সেই পদে জন্মেছেন গঙ্গা ভাগিরথী,
সেই পদে মজ মন হ'য়ে শীঘ্র গতি।
সেই পদে সঁপে দাও অনিত্য জীবন,
সেই পদ স্মর সদা ওরে মূঢ় মন।
সেই পদ দৃঢ় করি ধর একবার,
সেই চিন্তামণি ভজ ত্যজিয়ে সংসার।
সেই ধ্যান কর, ছাড় মায়ার বন্ধন,
সেই পদে মজ, হ'ক সার্থক জনম।
সেই পদ ধরি' হবি ভব-নদী পার,
শমনের ভয় কভু না রবে তোমার ॥ ১২ ॥

কর্ম্মফল।

দয়াময় কি বুঝিব ভ্রান্ত নারী আমি,
তোমার অনন্ত লীলা হে অন্তরযামি।
কর্ম্মফলে আসিয়াছি এ জগত মাঝে,
কর্ম্মফলে ঘুরিতেছি হায় মিছা কাজে।

পেয়েছিনু কর্ম্মফলে ধন জন যত,
কর্ম্মফলে একে একে সব হ'ল গত।
কর্ম্মফলে চলে গেল যে যাহার স্থান,
কর্ম্মফলে ভুগিতেছি দুখ অপমান।
দয়ার সাগর প্রভু শিখাও আমারে,
কর্ম্মফলে পাই যেন শেষেতে তোমারে।
মম কর্ম্ম হো'ক নাথ তব অনুগামী,
ঘুচাও বন্ধন কারা জগতের স্বামী॥ ১৩॥

শান্তি।

আয় মা জননী মোর, শান্তির কোলেতে তোর
পাইব কি একটুকু স্থান?
আশ্রয়-বিহীনা আমি কাঁদিতেছি দিন যামি,
স্নেহ কণা কর মাগো দান।
তোমার কোলেতে রব, হৃদয়েতে শান্তি পাব,
ঘুচে যাবে সকল যাতনা।
নাও মা কোলেতে তুলে পরাণে সান্ত্বনা ঢেলে
দয়াময়ী কর মা করুণা॥
নিজেরে ভুলিয়া যাব পর সুখে সুখী হ'ব
ঘুচে যাবে কামনা সকল।

কবে মা লভিব শান্তি দূরে যাবে মোহ-ভ্রান্তি
পাইব গো হৃদয়েতে বল ॥
বেঁধেছে আমারে সবে, নিগড়-বন্ধনে ভবে
ফেলিয়াছে বিষম মায়ায়।
ভেঙ্গে দে মায়ার খেলা ফুরায়ে যায় যে বেলা
দে মা তুই শান্তির আশ্রয় ॥
তাড়াইয়া দে মা দূরে অধীনতা-রাক্ষসীরে
মুক্ত কর মোহের বন্ধন।
দিয়ে মা অভয় মোরে রাখ মা কোলেতে ক'রে
হ'ক হৃদি শান্তি নিকেতন ॥ ১৪ ॥

নূপুর।

মধুর মধুর বংশী বাজে!
সেই নন্দের নন্দন যশোদা জীবন,
এস এস এই হৃদয় মাঝে ॥
সেই মধুর মূরলী তান লহরী
ভেসে ভেসে খেলে চারি পাশে।
সেই রাধা রাধা ধ্বনি উঠিছে যথনি
মরি কি মধুরে শ্রবণে পশে ॥
ওহে ভক্ত প্রাণধন ভক্তের জীবন,
এস এস মোর হৃদয় মাঝে,

ওগো তোমার বিরহ কত আর সব
নিশি দিন শুনি নূপুর বাজে।
রিণি রিণি রিণি ঝিনি ঝিনি ঝিনি
আহা এই হৃদয় মাঝারে নূপুর বাজে।
শ্রবণ আমার ভরে গেল গো,
কি মধুর নূপুর বাজে ॥ ১৫ ॥

—o—

নিরদয়।

হরি হে, আমি একান্ত মনে তোমারি চরণে
শরণ লইনু আসি,
তুমি হে নিঠুর কালা দিয়েছ যে জ্বালা
আমারে বেদনা রাশি।
ওহে নিরদয় হও হে সদয়
দুখের পশরা নাশি,
আর মরম বেদনা সহিতে পারি না
এস হে বাজায়ে বাঁশী।
লয়ে তোমারি শরণ গেল যে জীবন
সদা নয়নের জলে ভাসি,
ও গো ফিরে নাহি চাও কোথা চলে যাও
বারেক দাঁড়াও আসি ॥ ১৬।

সম্বল।

বেলা গেল দিন ফুরাল
ভাব্‌ছি বসে তাই
আমার পারের সম্বল নাই।

হারিয়ে গেছে পুঁজি পাটা
মিটেছে গো সকল লেঠা,
হায় গো, এখন কেমন করে
ঐ পারেতে যাই,
আমার পারের সম্বল নাই।

আগেতে জান্‌তেম যদি,
যেতে হবে; বিধির বিধি
রাখ্‌তেম কিছু গোপন করে
লুকিয়ে কোন ঠাঁই,
আমার পারের সম্বল নাই।

গোড়া হ'তে বুঝব যদি,
কাঁদ্‌ব কেন নিরবধি,
আজি আঁধার দেখে পর পারে
ব্যাকুল ভাবে চাই,
আমার পারের কড়ি নাই।

দয়াল মাঝি দয়া করে,
যদি নে যায় অপর পারে,
এখন ডাকি বসে আকুল স্বরে
যদি দেখা পাই,
আমার পারের সম্বল নাই ॥ ১৭ ॥

রাধা শ্যাম।

নীরদ বরণ শ্যাম আমাদের,
রাই আমাদের কাঁচা সোনা,
দূর গগনে মেঘের কোলে
করিতেছে আনাগোনা।
নীল তমাল ঐ নীল যমুনা
নীল সাগরে মিশে গেছে,
রাধার আমার রূপের আলোয়
জগত আজি হাসিতেছে।
নীল মেঘেতে কালোর ধারায়
জগত মাঝে হয় বরিষণ,
রাধার রূপে ধরার মাঝে
চন্দ্র সূর্য্য দেয় গো কিরণ।

দু'জনারই রূপের আভা
জগত খানা ভরি'য়াছে,
নিবিড় ঘন মেঘের পাশে
বিজলি ঐ খেলিতেছে।
তাই আমাদের হৃদয় মাঝে
কালয় আলোয় মিশে গেছে ॥ ১৮ ॥

—*—

অভিসার।

বলি, ও বিশখে, হ'লো নাকি মালা গাঁথা তোর,
আয় লো তোরা সবে মিলে ধরিব মনোচোর।
বিনোদিতে কালা চাঁদে রাধায় সাজাই আয়,
পূজা দিব রাই কিশোরী, সবে শ্যামের পায়।
রাই-রূপের মাধুরীতে কালারে ভুলাব,
রাধায় দিয়ে, শ্যাম চাঁদেরে মোরা সবে পাব।
ছল চাতুরী সেই নয়নে আছে যে লো ভরা,
আয় (গো) তোরা যাই সকলে দেখ্‌তে মনোচোরা।
সাঁজ সকালে বাজে বাঁশী কদম তলায় থানা,
মোদের ঘরে, যমুনার জল, আন্‌তে যেতে মানা।
মোরা সবে করি কি বল, রইতে যে গো নারি,
(সেই) কালার রূপে বিলিয়ে গিয়ে হয়ে আছি তারি।

যা ঘটান বিধি আজ, রইব না আর ঘরে,
আজ সাঁজেতে কালার কাছে যাব অভিসারে।
শ্যাম বামেতে রাইকিশোরী উজলিবে বন,
আহা, দুঁহু রূপ ল'য়ে শশী ছড়াবে কিরণ।
মুখরিত বন রাজি কোকিলার কুহু রবে,
গুঞ্জরি ভ্রমরা কুল ফুলে ফুলে মধু খাবে।
ময়ূর পেখম তুলি' নাচিবে গো কেকা রবে,
পুলকে যমুনা বারি উজানে বহিয়া যাবে।
শ্যাম রূপ প্রতি অঙ্গে মিশে যাবে সবাকার,
মধুর চাঁদনী রাতে গোপীকার অভিসার ॥ ১৭ ॥

—:○:—

নিভে গেছে।

ওগো কেমন করে বলবো সবায়
তুমি আমার কেমন ছিলে,
ঘোর আঁধারে স্তব্ধ ক'রে
একা ফেলে চলে গেলে।
আলোয় ভরা জগত খানা
ঘিরে ছিল চারি ধারে,
তুমি এসে দাঁড়িয়ে ছিলে
সেই আলোটী উজল করে।

চারি দিকে সাড়া দিয়ে
উঠ্‌ল বেজে মিলন বাঁশী,
পড়ল সাড়া কুসুম বনে
ফুলে হাওয়ায় মেশামিশি।
আজ তুমি নাই জগত আছে
নিভে গেছে তাহার আলো,
দৃষ্টি চখের চলে গেছে
জগৎখানা বিষম কালো ॥ ১৮ ॥

আশ্রয়।

হৃদয় মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি
একটী মধুর মুখ,
সে শান্তি আমারে দিয়েছে ঢালিয়া
নাশি' সব সুখ দুখ।
হৃদয় মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি
একটী মধুর বাণী,
(সেযে) ঢাকিয়া রেখেছে সব হাহাকার
মধুর মাধুরী দানি' -

হৃদয় মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি
দুইখানি বাহু তার,
মরি কি মধুর অভয় দিয়েছে
যেন বর দেবতার।
হৃদয় মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি
দু'খানি চরণ তার,
মম জনমের সুখ দুখ সনে
লবে গো জীবন ভার।
হৃদয় মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি
সু-বিশাল বক্ষ যেটী,
প্রতি দিন সেথা বহিতেছে ভার
শত লক্ষ কোটী কোটী !

* * * *

লভিনু বিরাম পাইনু আশ্রয় আজিকে তাঁহার কাছে,
অসহায় আজি সহায় লভিল অনন্ত অসীম মাঝে ॥১৯॥

নিঠুর।

কোথা চলে যায় হরি কোথা চলে যায়,
অভাগিনী ব্রজ-নারী ধুলাতে লুটায় ;
আমরা গোপ ললনা শ্যাম বিনা জানিনা,
হায় হরি অদর্শনে বুঝি প্রাণ যায়।

কি করে ভুলিলে হরি তোমার এ-ব্রজপুরী,
কেমনে ধরিবে প্রাণ বল আজি গোপিকায়।
শূন্য এই বৃন্দাবন শূন্য হ'ল কুঞ্জবন,
নীরব হ'য়েছে পিক আর নাহি কুহরায়,
বিনা সেই শ্যাম বাঁকা ময়ূর খুলে না পাখা,
যমুনা হ'য়েছে স্থির উজানে না বয়ে যায়।
নন্দ পিতা তোমা হারা নয়নে বহিছে ধারা,
কেমনে প্রবোধ দিব, বল, আজি যশোদায়,
তোমার এ ধেনু সব না শুনি বেণুর রব,
ঊর্দ্ধ পানে চাহি নীর নয়নে বহিয়া যায়।
রাখাল বালক সবে পাছু ধায় হাহা রবে,
তাদের ভুলিলে আজি ওহে হরি নিরদয়,
ললিতা বিশখা মরি বৃন্দাবলী সহচরী,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করি সবে অচেতন প্রায়।
রাধার হৃদয়-শশী রাধা হৃদে দিলে মসী,
মূরছিতা ফেলে গেলে প্রাণাধিকা রাধিকায়।
তুমি হে নিঠুর কালা ব্রজেতে যে দিলে জ্বালা,
(আজি) গোকুল কাঁদুক দুঃখে
(তুমি) সুখে থাক মথুরায় ॥ ২০ ॥

---*---

কালো ছেলে।

আমার হারান হৃদয় ধন, আজ মিলেছে হৃদয় তলে,
খুজে তারে হ'য়েছি সারা, পায়নিক তার কোন সাড়া,
আজ পেয়েছি হৃদয় মাঝে, পেয়েছি নয়ন জলে।
ফুটেছে হৃদ্ পদ্মখানি, যতনে রেখেছি আনি'
কুড়ায়ে পেয়েছি আজ যশোদার ঐ কাল ছেলে॥
খাওয়াইব ননী ছানা, লুকোচুরি আর খেল না,
যা চাহিবে তাই দিব, দিবরে পরাণ খুলে॥
তিলক চন্দনে তোরে সাজাইব হৃদি ভরে'
নয়ন চকোর ভরি' দিব কাজলে।
মাথায় বেঁধে দিব চূড়া পড়াইব পীত-ধড়া,
সাজাইয়া দিব তোরে বনমালা দিয়ে গলে॥
বাজু বন্দ পরাইব, নাকেতে নোলক দিব,
কটিতে কিঙ্কিণী দিব বাজিবে তালে।
করেতে পরাব চুড়, চরণে দিব নূপুর,
হৃদয় খানি পেতে দিব, চরণ তলে॥ ২১॥

ধারা।

ধারায় ধারায় ধারা বহে, ধারার আমার নাইক ধারা ;
ধারা যখন ধরে তখন, হারায় আমার নয়ন তারা।
ধারা যায় সাগরে মিশে, পাইনে তখন কোন দিশে,
ধারার অন্ত নাইক যে গো, ধারায় বয় হৃদয়ের ধারা।
শুন্‌ব বাঁশী ধারার সনে, রাধা রাধা বাজ্‌বে কাণে,
ধারা হ'য়ে যাবে রাধা, আস্‌বে সেই বাঁশরী সাধা,
হৃদিপুর এই বৃন্দাবনে ঝর্‌বে ধারা দু'নয়নে।
ধারা দিয়ে হেরব শ্যামে, ধারায় ধারায় হেরব রাধা ;
ধারা আমার রাধার নাম তাইতে পাব বাঁকা শ্যাম,
রাধা-শ্যামে হৃদ্‌ মাঝারে হেরব যুগল দু'টী তারা।
ধারায় পাব রাধার ধারা, ধারা মোরে শিখাবে ধারা,
রাধার সনে ধারার ধরায় হ'ব না আর কৃষ্ণ হারা ;
ধারায় মন মলা যাবে, ধারায় হৃদয় শুদ্ধ হ'বে,
ধারা দিয়ে এ-ধরার ধারায় ধারা দিয়ে পাব তারা ॥২২॥

গান

হৃদয়মণি।

গোপিনী হৃদয় মণি মুছয়ে নয়ন বারি।
কেঁদে হনু দৃষ্টি হারা ওই চরণে মিনতি করি॥
কাঁদায়েছ বৃন্দাবন, কাঁদায়েছ নিধুবন,
কাঁদায়েছ ব্রজাঙ্গনা কাঁদায়েছ রাধা প্যারী॥
নন্দ পিতা যশো মাই, কাঁদায়েছ রাখাল ভাই,
কাঁদায়েছ ধেনু গোপাল, কেঁদেছে যমুনা বারি॥২৩॥

—*—

গান।

ওহে নিঠুর কালা,
ক্ষণে দেখা দিয়ে, ক্ষণে লুকাইয়ে
করিছ কতই ছলা॥
কাঁদাইতে তুমি বড় ভালবাস,
লুকায়ে লুকায়ে মৃদু মৃদু হাস,
তোমার চাতুরি জানে রাই-কিশোরী,
জানে যত ব্রজ-বালা॥ ২৪॥

—:*:—

গান।

আমার কেঁদে কেঁদে গেল নিশিদিন,
বল হরি হে মুরারি আর কাঁদাবে কদিন।
তোমার চরণ লাগি যে হয় গো সর্ব্বত্যাগী,
আরো কাঁদাও তারে তুমি হেসে চির দিন।
জানি তোমায় আমি ভাল,
উপর ভিতর সমান কাল,
আমি তারি ভিতর দেখি আলো,
দেখা দিয়ে হও গো লীন ॥ ২৫ ॥

—:‡*‡:—

গান।

আমি বিপথে চলেছি তারিণি,
অজ্ঞান আঁধার নাশি দেখা দে মা জননী।
মা হারা অবোধ মেয়ে, দয়া ক'রে দেখ চেয়ে,
সোজা পথটী দেখিয়ে দে মা, ওগো তারা ত্রি-নয়নী ॥

———

গান।

রূপ সাগরে ডুব দিয়ে সই ভেসে গেল তনুর তরী।
সামলে উঠা ভার হ'লো সই
মাঝ খানেতে তুফান ভারি ॥
মাঝি আমার শক্ত নেয়ে, দেখছে এবার বেয়ে চেয়ে,
সময় বুঝে এক টানেতে,
ভাসিয়ে দিয়ে মারবে পারি ॥২৭॥

—— * ——

গান।

শ্যামা মা।

শ্যামা মা তোর কালরূপে আমি অবাক হয়েছি,
তোর ঐ রূপ সাগরে ডুব দিয়ে আজ ভেসে চলেছি ॥
শ্যামা মা তোর কাল বরণ,
ঢেকেছে ওই আকাশ ভুবন,
ভিতর বাহির অন্ধকারে ভরে নিয়েছি ;
কাল গিয়ে ছিলেম ভুলে, তাইতে মাগো সাজা দিলে
ভুলব না আর তোমায় মাগো,
(আমি) বড় দাগা পেয়েছি ॥ ২৮ ॥

—— o ——

গান ।

দেখ মা দেখ মা আমারে এই ভবে,
যা কিছু দিন আমারি গিয়াছে চলে সম্পদে ।
ধন জন সব ছায়া, কন্যা পুত্র মহা মায়া,
ডুবিয়া সেই আঁধারে, পড়েছি (মা) ঘোর বিপদে ।
একে একে সব গেছে, জ্ঞান চক্ষু খুলিয়াছে,
অহঙ্কার অভিমান সঁপেছি মা ঐ শ্রীপদে ।
তুমি মজাইলে মজি, দেখাইলে ভোজ বাজি,
(এ) যাতনা তরাও তারা ব্যাকুল পরাণ কাঁদে ।
এই কামনা করি তারা কোর নাক হরি হারা
(হরি) যেন যুগল রূপে অন্তিমেতে রাখেন পদে ॥২৯

—০:০—

গান ।

মজরে মজরে মন সে রাঙ্গা চরণে,
বিলাস বাসনা ত্যজি স্মর নিত্য নারায়ণে ।
অনিত্য অলীক খেলা, সংসারের এই মহামেলা,
ধাঁদায় পড়ে রবে বল কত দিন আর এখানে ।
ক'র্‌তে এলে হেথায় যাহা, হলোনাত কিছুই তাহা,
আর ভুলে থেকনা মন সেই শ্যামল বরণে ॥৩০॥

গান।

কোথা হে পতিত-পাবন, দেখা দিয়ে জুড়াও জীবন,
তুমি অখিলের স্বামী,
অজ্ঞানা তাপিতা আমি,
দুঃখিনীরে কত আর দিবে দুঃখ অকারণ।
সংসারে যাতনা যত,
জেনেছি তা বিধিমত,
আর কত সব, নাথ, বিনা তব শ্রীচরণ।
দিয়েছিলে সুখ যত,
প্রিয়তম পতি সুত,
অভাগীরে ছাড়ি তারা কোথা হ'ল অদর্শন।
বহিতে না পারি আর,
দুঃসহ জীবন ভার,
স্থান দাও রাঙ্গা পদে এই মাত্র আকিঞ্চন।
ছলনা করো' না আর,
চারিদিকে অন্ধকার,
অজ্ঞান তিমির নাশি দাও আসি দরশন।৩১॥

—:‡:—

গান ।

মন রে আমার এই বেলা চল ভবের দোকান তোল
মিছে বেলা বয়ে গেল চলরে মায়ের কোল ।
হেথায় ব্যসাত করতে এসে ক্ষতি হলো অবশেষে
আর কেন রে মিটিয়ে ফেলো মিছে গণ্ডগোল ॥
লোকসান দিয়েছ যাহা, আর ফিরে পাবে না তাহা
(যা গেছেরে) যাক্ রে চলে এখন খালি বল হরি বোল ।
(এই) ব্যথা তোর না থাকিবে সকল অভাব ঘুচে যাবে
যা গেছে তা যাক চলে সব তোল্‌রে হরি নামে রোল ॥

—*—

গান ॥

শ্যামার চরণ ।

শ্যামা মার চরণ বিনে পরাণ কিসে ধরি বল ।
ওমা তুই কেমন ধারা, কেঁদে আমি হলেম সারা,
দেখেও দেখিস্‌নে মা করিস যে তুই নানা ছল ॥
তুই যে মা দুষ্ট মেয়ে, থাকিস সদা ন্যাংটা হয়ে,
রাখিসনে আর পায়ে ঠেলে, ক্রমে সান্ধ্যা হ'য়ে এল ॥
কিছুই ত নাইক আমার, কি দিয়ে পুজিব তোমার,
হৃদি রক্ত চন্দন জবা আছে শুধু আঁখির জল ॥৩৩॥

বেশ।

আজি বৃকভানু বালা গাঁথে ফুল-মালা
বিনাইয়া চারু কেশ,
আর যত সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী
পড়াইল সুন্দর বেশ।
ও রূপেরি মাধুরী হেরিয়া মরি মরি,
মোহিত হইবে শ্যামরায়,
মৃদু মৃদু হিল্লোলে যমুনারি কল্লোলে
ঢেউগুলি নেচে নেচে যায়।
আজি বসন্ত আওল পিকগণ গাওল,
ভ্রমরা গুণ গুণ গায়,
ফুটিল মালতী ফুল, চামেলী বেলী বকুল,
কৃষ্ণকলি কৃষ্ণচূড়া তায়।
শ্রীমতী গাঁথিছে মালা সাজায়ে ফুলেরি ডালা,
বিনা সুতে গাঁথা মালা,—অতুল শোভায়।
ওগো, এস সব সঙ্গিনী আসিছে গুণমণি
এস সবে যাইলো ত্বরায়,
কুটিলা কুটিল অতি এখনি রোধিবে গতি,
যেতে নাহি দিবে যমুনায় ॥৩৪॥

—*—

রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

মানময়ী রাধে মোর, ত্যজ অভিমান,
মম হৃদে গাঁথা সখি, আছে তব নাম।
চিরদিন দিও রাই চরণেতে স্থান,
আর কারো নহি আমি তোমারি যে শ্যাম
বাঁশরীতে দিবা নিশি সাধি তব নাম॥
তোমারে না হেরে সখি
দশ দিক শূন্য দেখি,
শ্যাম সোহাগিনী তুমি কানুর জীবন!
বৃকভানু-নন্দিনী
মোর অর্দ্ধ-অঙ্গিনী,
তুমি যে লো সঙ্গিনী,—জীবন মরণ।
তব নাম মূল মন্ত্র
তুমি মোর হৃদি যন্ত্র
তোমা বিনা যেন রাই শূন্য এ-ভূবন॥ ৩৫॥

বৃন্দার প্রতি রাধার উক্তি।

বৃন্দার প্রতি রাধার উক্তি,—
ওগো বৃন্দে, এত কৃষ্ণের মুরলী রব নয়,
এ হেন দুঃখের দিনে তুই আর হাসাস্‌নে (আমায়)
সে মধু মুরলী কাণে পশেরে যখন,
আকুল হৃদয় মাঝে জাগে ব্যাকুল বেদন ;
এ বাঁশরী মোর কানে পশিছে যখন,
শুনিতেছি মোরে করে মাতৃ সম্ভাষণ ;
সে বাঁশরী শুনে হয় পুলকিত মন,
এ বাঁশরী করে হৃদে সুধা-সঞ্চরণ।
ওগো বৃন্দে এ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীত নয় রে ॥
সে মুরলী কাণে মোর বাজেরে যখন,
মোরে কাছে ল'বে বলে করে আকিঞ্চণ।
(দূরে হ'তে) ওই বাঁশী, করে মোর চরণ বন্দন।
বৃন্দেরে আর আজি হাসাস্‌নে আমায়,
এত শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর রব নয়।
আমি নয়ন জলে ভাসিতেছি,
আমার শ্যাম যে মথুরায় রে।
(বৃন্দে) কে আজি এখানে আসে তোরে বলি শোন্‌,
আসিছে আজি হেথা নারদ তপোধন ॥৩৬॥

সখীর প্রতি রাধিকা।

সই, আগে না বুঝিনু
আপনা খাইনু,
অকূলে ডুবিনু আকুল হ'য়ে।
শেষে নিরদয় শ্যাম
হ'ল মোরে বাম,
কেমনে না জানি মনে ব্যথা দিয়ে।
হায় লাজ তেয়াগিনু,
মান খোয়াইনু,
সে রাঙ্গা চরণে শরণ নিয়ে,
মম জীবনে মরণে
কানুর চরণে
দিয়েছি এ তনু পরাণ সঁপিয়ে॥
সই কাজ নাই আর
এদেহে আমার ;
কানুর চরণ যদি না মিলে,
সই, বোল' বোল' তারে
স্মরিয়ে তাহারে
ত্যজিব এ তনু যমুনার জলে॥ ৩৭॥

—*—

রাধার প্রতি বৃন্দার উক্তি,—

উঠ উঠ রাই কমলিনি মেল লো নয়ন ;
ঐ আসিছে বংশীধারী মদনমোহন।
বাঁশি বেজেছে, বেজেছে,
কালা গোকুলে ফিরেছে,
এখনি আসিবে কাছে মুছ লো নয়ন।
মান করে থাক মানময়ী (তোর) ধরিবে চরণ ॥
সে জে, তেমন নয় গো,
রাধা বিনা (আর) জানে না গো,
আবার দাঁড়াবে সে এসে কদম তলে,
আবার বাজাবে বাঁশি রাধা রাধা বলে’
সে জে আবার গোপিনী কুল মজাবে গো !
আবার বৃন্দাবনেতে হাসি ফুটিবে গো।
আবার যমুনায় উজান বহিবে গো।
(ঐ) দেখ শ্যামের বাঁশরি ফুকারিয়া বুলে
ওই শোন বাজিছে বাঁশি কিশোরী বলে’,
ওই যে বংশীধারী মোদের এল চলে ॥ ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি রাখাল-বালকগণের উক্তি।

আয়রে ভাই কানাই বলাই,
আয়না রে যাই গোঠে চল্।
গোঠে চল্‌ব রে ছুটি, খেলবো চোখ ফুটাফুটি
আবার গাছে গিয়ে চড়বো মোরা,
পেড়ে খাবো পাকা ফল।
ফল পাড়বো রে সুখে, কামড়ে খেয়ে
এঁটো ফলটি দেব তোর মুখে।
কানু বড় ভালবাসে খেতেরে মোদের এঁটো ফল।
প্রাতে গোপীরা মাঠে, দুধ যোগাবে হাটে
কেঁড়ে উপর কেঁড়ে নিয়ে তারা যাবে গাছের তল।
মাথায় করে মাখন লয়ে থাকবে ভরা হাড়ি দয়ে
(মোরা) ডালে বসে কতক খাবো
আবার ফেলবো কতক জল।
গাছে:মোরা লুকিয়ে রব, মাথার হাঁড়ি তুলে লব
মাখন খেয়ে ফেলে দোব
যমুনায় ভাসবে হাঁড়ির দল।

গোপীরা সব রেগে চটে ধরতে যাবে গাছে উঠে
মোরা সবাই চড়ব গিয়ে উপরের আগ ডাল।
করবো মোরা কত মজা ঘরে গেলে দিবে সাজা
মোরা তখন কেঁদে কেটে সবাই করবো রসাতল॥
বাবা এলে সাজা দিবে মায়ে তখন কোলে লবে
ডর কিরে আর মায়ের কোলে,
তখন বাড়বে মোদের বল।
গোপীরা সব বলে দেবে মা যশোদা থামাইবে
কানাই বলাই সহায় মোদের,
ভয় কারে আর চল॥ ৩৯॥

গোবিন্দ চরণে।

চিরদিন আমি ও চরণ হেরি,
রহিব এ ভবে বাঁচিয়ে।
তোমার আলোতে এ আধার প্রাণ
সতত রহিবে জাগিয়ে॥
অসার জীবনে তুমি গতি মুক্তি
তোমা বিনা আর কিছু নাই।
বিরলে বসিয়া তোমারে স্মরিয়া
প্রাণ ভ'রে সদা গান গাই॥

তুমি দয়াময় জগতের প্রভু
থেকো সদা মম হৃদয় মাঝে।
তোমারি চরণ আমার পরাণে,
শোভে যেন সদা কুসুম সাজে ॥ ৪০ ॥

—:○:—

অপার রহস্যময়ী।

অ—পার রহস্যময়ী বৈকুণ্ঠ বাসিনী,
আ—দ্যা শক্তি তুমি যে মা শ্যাম সোহাগিনী।
ই—হার কারণে সবে রাধা শ্যাম কয়,
ঈ—শ্বরী সাকারা তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডময়।
উ—পমা তোমার কোথা ওগো নারায়ণি,
ঊ---র আসি এ হৃদয়ে শক্তি স্বরূপিনী।
ঋ—ষীকেশ, বিনোদিনী বাঁধা তব পায়,
ঌ—লাঞ্জ নয়নী রাই দাও পদাশ্রয়।
এ—স মাগো শ্যাম বামে রাই-কমলিনি,
ঐ—খানে ক্ষণেক থাক হেরি মা জননি।
ও—চরণে স্থান পাই এই গো বাসনা,
ঔ—দাস্য করিয়ে মোরে চরণে ঠেল না ॥৪১॥

———০———

কমল লোচন।

ক—মলার পতি কৃষ্ণ কমল লোচন,
খ—গ পতি জিনি নাসা শ্যামল বরণ।
গ—দা ধর পাদপদ্মে দিও মোরে স্থান,
ঘ—ন শ্যাম বনমালি তুমি গুণধাম।
ঙ—লেখা শিখি পাখা শিরে সদা রয়,
চ—রণেতে রেখো মোরে তুমি দয়াময়।
ছ—লনা কো'র না নাথ অবলার সনে,
জ—গত জীবন তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
ঝ—ড় ঝাপটে সংসারেতে হয় বড় ভয়,
ঞ—কারণ দয়া ক'রে হইও সহায়।
ট—লিয়া না পড়ি প্রভু এ সমুদ্র স্রোতে,
ঠ—কিয়াছি বার বার অজ্ঞানতা হ'তে
ড—রে সদা তুফানেতে এ জীবন তরি,
ঢ—ল ঢল ঢুনয়ন গোপী-মনোহারী।
ণ—স্বরূপ তুমি প্রভু নিদয় ত নয়,
ত—ব নাম যেন সদা স্মরি দয়াময়।
থ—র থর কাঁপে কায় আসিছে শমন,
দ—য়া ক'রে দাও প্রভু ও রাঙ্গা চরণ।

ধ—রিয়াছি ও চরণ ছাড়িব না আর,
ন—য়নের জল প্রভু নিবার আমার।
প—ড়েছি বিপাকে ঘোর, রেখ' কৃপা করি,
ফ---ণীর দলন তুমি করেছিলে হরি।
ব---ল দাও কৃপাময় দীন হীন জনে,
ভ---রসা আমার নাথ নাহি তোমা বিনে।
ম---ঙ্গলময় শ্রীহরি তুমি নারায়ণ,
য—শোদা দুলাল ওহে শ্রীমধু-সূদন।
র---ক্ষা কর গোপীনাথ পাপী তাপি জনে,
ল—লনা সুহৃদ শ্যাম দ্বাপরেতে জানে।
ব---বাসনায় এ হৃদয় আছে মোর ভরি',
শ---রণ লয়েছি তাই ও চরণতরি।
ষ---ড়ঙ্গ স্বরূপ তুমি ব্রহ্ম সনাতন,
স---দাই সংশয়ে কাঁপে ক্ষুদ্র এই মন।
হ---রি হে হৃদয়ে থাক সদা সর্ব্বক্ষণ,
ক্ষ—মা করে দিও নাথ অন্তিমে চরণ॥ ৪২॥

ভুলনা।

দে'খ দয়াময়! ভুলনা দাসীরে
কো'রনা কো'রনা হেলা,
অজানা প্রবাসে আছি পরবাসে
ফুরায়ে যাইছে বেলা।
যমুনা যেমন উজান বহিয়া
মিশেছে জাহ্নবী জলে,
এ মোর পরাণ জীবন বান্ধব
মিশেছে চরণ তলে।
ভোগ সুখ ধন চাহি না এখন
বাসনা কিছুই নাই,
ও দুর্ল্ভ জ্যোতি নয়ন সম্মুখে
নিয়ত দেখিতে পাই॥
সংসার অসার, তুমি মাত্র সার
তুমি যে আমার প্রাণ,
জন্ম জন্মান্তরে, ও চরণ তলে
মাগিছে অধিনী স্থান॥ ৪৩॥

—*—

কামনা।

(১)

দেরে তোরা ছেড়ে দে এখন,
বড় শ্রান্ত ক্লান্ত এ জীবন।
তোদের মমতা মাঝে আর,
রাখিতে পারি না দেহ ভার।
সব আশা দিছি বিসর্জ্জন,
আর কেন মায়ার বন্ধন।
ক্রমে আলো নিভে এল হায়,
দিন কাটালেম দুরাশায়।

* * * *

(২)

প্রেমময়! তোমার প্রেরিত এ জীবন।
করি মাত্র আদেশ পালন॥
মিছা দেহ মিছা নাম ধরি।
কর্ম্ম করি যেতে যেন পারি॥
যদি প্রভু পাঠাইলে হেথা।
তবে কেন দিলে মন ব্যথা॥
তোমারি আদেশ ল'য়ে ঘুরি।
তব আজ্ঞা আছি শিরে ধরি॥

যা দিয়াছ তাই চেয়ে আছি।
দয়াময় আরো কিছু যাচি ॥
মৃত্যু আসে দুয়ারে আমার।
বল দাও দুর্ব্বল হিয়ার ॥ ৪৪ ॥

—*—

আকুল প্রার্থনা।

ব্যথিত আকুল মোর এ তাপিত প্রাণ।
নাহি নাথ তোমা বিনা জুড়াবার স্থান ॥
এস চির সখা এস মম হৃদাগারে,
জুড়াও তৃষিত প্রাণ করুণার ধারে ॥
অভাগীর প্রাণ সখা চির প্রিয়তম,
তোমা ছাড়া এ পরাণ নহে কভু মম ॥
দয়াময় দয়া কর বাঁচাও দাসীরে,
জ্বলন্ত হৃদয়ানল নিভে যা'ক ধীরে ॥
নিশি দিন তব আশে ব্যাকুল এহিয়া,
কেমনে রয়েছ প্রভু আমারে ত্যজিয়া ॥
শেষ দিন দেখা দিবে না হইবে আন,
মৃত্যুতে হইবে শান্তি দুঃখ অবসান ॥ ৪৫ ॥

—:—

তোমার মহিমা।

আমি হীনা নারী,
কি বুঝিতে পারি,
তোমার মহিমা কত!
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,
ধনে কি নির্ধনে,
থাক তুমি অবিরত॥
তপ জপ দানে,
অশনে বসনে,
কিসে! আছ হে নিয়ত রত।
হাস্য পরিহাস,
দুঃখের নিশ্বাস,
বল! কি তোমার অভিমত।
অবলা দুর্ব্বল,
হৃদে নাহি বল,
ওগো! ক'রে নাও মনো মত।
মম, নাহি কিছু আর,
আছে হৃদিভার,

মিছে ! বহিব গো আর কত !

আমি মূঢ় মতি,

কি হইবে গতি,

মোর, ক্ষমা কো'র দোষ যত ॥ ৪৬ ॥

—⁘—

হৃদয় দেবতা।

হৃদয়ের সার ধন,—

পবিত্র দেবতা তুমি।

প্রীতি-ভরা স্নেহ মুখ

সতত নিরখি আমি ॥

সাজিয়ে মোহন বেশে,

দেখা দিলে যবে এসে,

স্মরিলে সেদিন মোর

পুলকিয়া উঠে হৃদি।

পবিত্র স্নেহের ডোর

থাকে যেন নিরবধি ॥

হৃদয় দেবতা মোরে,

চরণেতে দিও স্থান।

ভালবাসা ভক্তি প্রীতি

তব পদে দিনু দান ॥ ৪৭ ॥

পূজার ফুল।

আমার পূজার ফুলটি আমি যে
তোমার পায়ে দিয়েছি।
তোমায় পূজিয়া হৃদয় মাঝারে,
ব্রহ্মাণ্ড দেব দেখেছি ॥
তুমি গো থাক না যতই দূরেতে
রেখেছি তোমায় হৃদয় পূরেতে,
নিত্য প্রভাতে ফুলটি তুলিয়া,
করব পূজার আয়োজন।
আস্‌বে হৃদে রাসবিহারী
বামে রাধা রাইকিশোরী,
হেরব তখন নয়ন ভ'রে
হৃদে গোলক বৃন্দাবন ॥
এমন জনম আর হ'বে না,
ঘুচ্‌বে আমার সব বেদনা,
রাধা কৃষ্ণের রাস-লীলাটী
করব নিত্য দরশন ॥ ৪৮ ॥

——*——

শান্তি যেন পাই।

সুখ দুখ সাগরেতে
ভাসিতে না চাই,
এ হৃদয়ে সদা যেন
শান্তি সুখ পাই।

আশার তুফানে পড়ে’
সারাদিন মরি ঘুরে,
নিরাশা আশাতে এসে
দিয়ে যায় ছাই।

ভবের মেলায় এসে,
ভাবনাই সার শেষে,
দিশাহারা অবশেষে,
কুল নাহি পাই।

নিশি দিন ভ্রম বশে,
ফিরি শুধু সুখ আশে,
ভ্রমান্ধ হইয়া শেষে,
ঘুরে ফিরে যাই।

যে ক'দিন রব হেথা,
চ'লে যা অশান্তি ব্যথা,
অসার সংসার মাঝে
কিছু কাজ নাই !
ভগবান হৃদে যেন
শান্তি সুখ পাই।
শান্তিময় শ্রান্ত হৃদে
তব কাছে যাই।
তোমার চরণ ছাড়া
শান্তি হেথা নাই ॥ ৪৯।

—•—

তাহারে।

কতরূপে দেখিলাম, তারে সখি কতদিন।
সে দেব মূরতি মরি, দেখিলাম সীমাহীন ॥
যখনি হেরি গো সখি, রূপ তার মধুময়।
আঁধার নৈরাশ্য টুটে মলিনতা দূরে যায় ॥
হেরিলে গো সে মাধুরী জগত ভুলিয়া যাই।
এ বিশ্ব মাঝারে হায় তুলনা তাহার নাই ॥
তাহারি তুলনা জেন' সেই সে শুধুই সখি !
সে রূপের পানে চাহি বিশ্বরূপ যেন দেখি ॥৫০॥

একাকিনী।

ব'সে মন কি ভাবরে নিশি দিন একাকিনী।
নিদারুণ চিন্তানলে,
সদা প্রাণ যায় জ্ব'লে,
বিষাদে ডুবিয়া আছ, কেন সদা বিষাদিনী।
কি ভাবরে ওরে মন! নিরজনে একাকিনী॥

কেন জ্বাল দগ্ধ হ'তে চিন্তার অনল,
মিছে ভাব নিজ সুখ,
সে কারণে পাও দুখ,
নির্ব্বোধ বাতুল প্রায় ফেল অশ্রু জল,
হৃদয়েতে জ্বাল সদা ঘোর দাবানল॥

বিষাদ বাসনা মন সদা ত্যজ দূরে।
এ পৃথিবী স্বার্থে ভরা,
সবাই ঘুরিয়া সারা,
তাই বলি স্বার্থ চিন্তা রেখ' না অন্তরে।
চল মন ধর্ম্ম পথে স্বার্থ ত্যাগ ক'রে॥

আয় মন যাই মোরা নিবৃত্তি-সদনে।

সেথা স্বার্থ ভুলে যা'ব,
আত্ম পর এক হ'ব,
বিষাদ কালিমা স্থান পাবে না সেখানে।
চল মন চল যাই শান্তি নিকেতনে ॥ ৫১ ।

চরণ ছাড়া।

আমায় চরণ ছাড়া কো'রনা।
মি ধ্যান জ্ঞান মান অপমান,
তোমার দয়া আমার কামনা,
আমায় চরণ ছাড়া কো'রনা ॥
তুমি গতি মতি, তুমি গো শকতি,
ওগো তুমি যে আমার ভাবনা,
আমায় চরণ ছাড়া কো'রনা ॥
তুমি বুদ্ধি বল, প্রাণের সম্বল,
সদা তোমার চরণে বাসনা,
আমায় চরণ ছাড়া কো'রনা ॥
আমি, কাতরে কাঁদিব দুখ জানাইব,
তবু, দয়া কি তোমার হবে না,
আমায় চরণ ছাড়া. কো'রনা ॥ ৫২ ॥

মঙ্গলময়।

মঙ্গল কর তুমি হে হরি মঙ্গলময় তুমি আমার ;
সংসার পিষণে নিষ্পেষিত হয়ে
যাচি হে দয়া তোমার।
দুরাশা বাসনা আশার ছলনা প্রাণেতে দিওনা আর ॥
ঈর্ষা দ্বেষ ভয় নাশ হে নির্ভয়!
তুমি নাথ আজি ভরসা আমার ;
তুমি জীবের গতি, অধমার প্রতি
কৃপাকণাটুকু দাও তোমার ॥ ৫৩ ॥

যেতে দাও।

যেতে দাও যেতে দাও যা'ক চলে সব,
কাজ নাই কাজ নাই মিছা এ বৈভব।
সঙ্গেত আসেনি কিছু পিছেও না যাবে কিছু,
কেন তবে আগুলিয়ে রয়েছ এ সব ;
আমার আমার করে মিছে কেন আছ ঘিরে,
তোমার ত নহে কিছু, তুমি হ'বে শেষে—শব ॥৫৪॥

অনিত্য সকল।

অনিত্য সংসার জেনো অনিত্য সকল।
দারা-পুত্র পরিবার,
কেহ ত নহে তোমার,
তবে কেন মিছা মিছি হ'তেছ বিকল॥
এভব সংসার দেখি সুধু মায়া জাল।
এ মায়া ত্যজিতে পারে,
কেবা হেন এ সংসারে,
মায়ায় আবদ্ধ জীব রহে চিরকাল॥
জন্ম মৃত্যু দেখ দেখি হতেছে কেবল।
জন্মিলে মরিতে হ'বে,
সার জে'ন এই ভবে,
মায়া ত্যজি ডাক তাঁরে হ'য়ো না দুর্ব্বল॥
নাম বিনা কিছু নাহি সকলি বিফল।
পরমেশ নাম হৃদে করহ সম্বল।
সে নাম স্মরিলে পরে,
দুখ জ্বালা যাবে দূরে,
হৃদয়েতে পাবে সদা শান্তি নিরমল॥ ৫৫।

——:•:——

প্রলোভন।

জেনেছি জেনেছি ভুল, তুমিই দুঃখের মূল,
তব মায়া কর সম্বরণ,
যাও চলে আর কেন, মানব হৃদয় হেন,
কর আর মিছা আক্রমণ ॥
মি প্রলোভন যথা, শান্তিহীন নর তথা,
মিছা স্বধু বাড়াও পিয়াসা,
প্রলোভনে মুগ্ধ যেন, না হয় গো কোন জন,
আজীবন পুষিয়ে দুরাশা ॥
করিয়াছ দিশাহারা, মোহময় এই ধরা,
মায়া জাল অসংখ্য তোমার,
ক'দিনের এ জীবন, কেন কর জ্বালাতন,
নর অতি চঞ্চল অসার ॥
যাও চ'লে হেথা কেন, কর মিছা উচাটন,
ভুলিনাক তোমার মায়ায়,
এ ভব মায়ার ঘোরে, ডাকি পড়ে সকাতরে,
প্রেমময় নাও হে আমায় ॥
তোমার সে শান্ত ক্রোড়ে, পারি যেন জুড়াবারে,
তব পদ শান্তি নিকেতন,
ছলনা দুরাশা হেথা, কানে কানে কহে কথা,
চলে যাও তুমি প্রলোভন ॥ ৫৬ ॥

অন্তরালে।

মুহূর্ত্তের অন্তরালে জানি না কি আছে।
এই আছি এই নাই হায় সবি মিছে॥
চলি যাব সকলেই থাকিবে না কেহ।
র'বে পড়ি ধরণীর শূন্য এই গেহ॥
আকুল হৃদয় তল
চোখেতে আসিছে জল,
উঠিছে বিষাদ কোলাহল।
অজানা বিদেশে এসে,
কি হইল অবশেষে,
ভাবিতেছি তাই দণ্ড পল॥
হায়রে কোথায় যাব
তব দেখা কোথা পাব,
দিশা হারা পথ নাহি পাই।
আঁধার হইল হায়
বেগেতে বহিল বায়ু
গগণেতে শশী তারা নাই॥
বুঝিরে ফুরাল মোর,
এ ভব মায়ার ঘোর,
অকুল পাথারে ভাসি হায়।

যেয়োনা যেয়োনা ভুলে,
ফেলে এ সাগর কূলে,
পথ ব'লে দাও হে আমায় ॥
এস প্রভু এ সময়ে,
বেলা যে যেতেছে বয়ে,
আছি স্বধু ওই মুখ চেয়ে।
তোমারে স্মরণ করি
ভাসা'লেম জীর্ণ তরী
দয়া ক'রে পার করো' বেয়ে ॥৫৭॥

—•:•—

ধৈর্য্য।

দুঃখে শোকে ম্রিয়মান কভু যেন হ'য়োনা,
তাঁহার হৃদয়ে কত দয়া আছে জান না।
নিরাশ হ'য়োনা কার্য্য দেখি ভয়ঙ্কব,
আঁধার সাগরে আছে মাণিক দুস্তর।
পড়িলে দুর্দ্দিনে কভু বিষাদে ডুবোনা,
দৃঢ় ভাবে থেকো, কভু তাঁহারে ভুলনা।
ধর ধৈর্য্য খোটা সেই জগতের পতি,
শেষ ফল স্বখময়, হও শুদ্ধ মতি ॥ ৫৮।

—*—

এই বার।

চল মন চল এইবার,
বৈতরণী পারে যাব
না জানি সাঁতার।
ব'য়ে গেল গেল বেলা
সাঙ্গ হ'ল জীব লীলা
দেখ' প্রভু শেষ দিনে
ফিরে এক বার
চল্ মন চল্ এইবার।
তোমা বিনা কে সহায়,
অকূলে ভাসি গো হায়,
জগদীশ কূল দিও,
চরণে তোমার,
চল্ মন চল্ এইবার।
ব্যথিত মরম তল
কেন রে আঁখির জল,
বন্ধন ছিড়িয়া ফেল
স্নেহ মমতার
চল্ মন চল্ এইবার।

মরণের সিন্ধু কোল
সুখ পারাবার
চল্ মন চল্ এইবার ॥ ৫৯ ॥

জীবন তরী।

খেয়া ঘাটে আজি মোর ভিড়িল জীবন তরী।
হৃদে ধরি ভক্তির হাল,
তুলিয়াছি শ্রদ্ধার পাল,
বায়ু বহে জোড় করি নৌকা যে রাখিতে নারি ॥
এ মহা সমুদ্রে নৌকা ডোবে পাছে ভয়ে মরি।
কু-বাতাসে বড় ভয়,
তরী চলা হোল দায়,
তুমি না করিলে পার, কে করিবে দয়া করি ॥
উঠিল বিষম ঝঞ্ঝা শিলা বৃষ্টি তদুপরি'
অনন্ত সমুদ্র কোলে,
এ ক্ষুদ্র তরণী দোলে,
ভবের কাণ্ডারী হরি, পার কর খেয়া ধরি ॥ ৬০

——*——

রোদন।

কাঁদিয়া এসেছি হেথা,
কেঁদে চলে যাব সেথা,
রোদনই মানব জীবন।
কলের পুতুল সম,
এ দেহ চলিছে মম,
কল টিপে আছে সেই জন।
এই দেহ বিড়ম্বনা,
খালি স্বধু আনাগোনা,
এই কি গো সৃষ্টির নিয়ম।
কিছু নাই হেথা আর,
রোদনই হেরি সার,
রোদনই মানব ধরম।
হাসি কান্না দুয়ে মিশি,
খেলিতেছি দিবা নিশি,
এ কেবল তাঁহারি ছলন।
রোদনেতে পায় শান্তি,
ঘুচে যায় ভুল ভ্রান্তি,
রোদনেই হয় গো চেতন ॥৬১॥

——*——

হাস সবে।

হাস সবে হাস সবে,
দুদিন এসেছ ভবে,
দুদিনে কোথায় মিলাইবে।
সদা আনন্দেতে রও,
মন মলা দূরে দাও,
প্রাণ খুলে গান গাও সবে।
খেলিতে এসেছ হেথা,
দুর কর হৃদি ব্যথা,
এ দিন পাবিরে আর কবে।
হাস গাও দিবা নিশি,
পাইবে আনন্দ রাশি,
জগতের দুঃখ ভুলে যাবে।
দূর হবে হৃদি ভার,
দূরে যাবে হাহাকার,
নয়নেতে জল কেন তবে।
শত্রু মিত্র সবে এক,
ওরে মন ভেবে দেখ,
দ্বিভাব ত্যজিলে সুখে রবে।

মিছা এই দেহ মন,
মিছা মাত্র এ জীবন,
নিত্যানন্দ চরণেতে দিবে।
কপট বাসনা ত্যজ,
আনন্দেতে তাঁরে ভজ,
হৃদয়েতে তবে শান্তি পাবে ॥৬২।

—⁂—

পরমেশ মহিমা।

জোছ্‌নায় নিরখিনু জাহ্নবীর জল,
জোছ্‌নায় নেহারিণু সুপবিত্র স্থল।
র'চেছেন হেন সৃষ্টি ধাতা করুণার,
পরমেশ পদে আমি নমি বার বার ॥
বাসয়া সাঁজের বেলা,
কি দেখিনু জল খেলা,
জাহ্নবীর জলে।
এক দৃষ্টে চেয়ে রই,
আকাশের পানে ওই,
ধীরে মেঘ চলে ॥

হেরিণু গো পুনরায়,
জাহ্নবীর জলছায়,
মৃদুল হিল্লোলে।
বাঙ্গাল মাঝির তান,
গাহিছে অপূর্ব্ব গান,
বাহি তরী জলে॥
ক্ষণ পরে ওপারেতে,
মন্দিরের সোপানেতে,
ক্ষীণ দীপ জ্বলে।
মৃদু মৃদু বহে বায়,
ভরিয়াছে জোৎস্নায়,
চাঁদ খানি দোলে॥
প্রকৃতির শোভা দেখি,
পুলকে হইনু সুখী,
মুগধ পরাণ।
সৃজেছেন যিনি হেন,
উদ্দেশ্য তাঁহার জেনো,
অতীব মহান্॥৬৩॥

—— * ——

জনম।

জনম আমারে কেন
করিতেছ প্রতারণা ?
ধন জন নানা সাজে,
আনিয়ে পৃথিবী মাঝে,
এযে খালি ছায়া বাজি
মিছে সব প্রবঞ্চনা
ছলনা চাতুরি মাখা,
সংসার সর্ব্বদা ঢাকা,
সত্যের নাহিক লেশ,
আছে গো মিথ্যা ভাবনা।
জন্মিলে ভারতে যদি,
তবে কেন নিরবধি,
দারুণ বিষাদ মাখা,
ঝরিল গো অশ্রু কণা।
আজন্ম খুজিলে যাহা,
কভু কি পেয়েছ তাহা,
মরীচিকা ভ্রমে শুধু,
নিরাশার বিড়ম্বনা।

কি করিলে হেথা এসে,
বিফলে চলিলে শেষে,
প্রাণ ভরে একবার
হরি গুণ গাহিলে না ॥৬৪ ॥

—*—

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার ভৎ´সনা,—

ওহে নটরাজ, তোমায় দেখ্‌তে এনু আজ
তুমি নাকি রাজা হ'য়েছ, মাথায় তাজ দিয়েছ,
ওহে রাখাল রাজ ! রাখালি আজ ভুলে গিয়ে
সিংহাসনে বসেছ, (মাথায় তাজ বেঁধেছ)।
তোমার নন্দ পিতা কোথা রবে, কেবা তাঁর বাধা ববে,
মা যশোদার নয়নে আজ ধারা বহিছে ;
কোথায় গেল শ্রীদাম সুদাম,
কোথায় গেল সেই বসুদাম,
শ্যামলী ধবলি কোথা ঊর্দ্ধমুখে ডাকিছে।
কোথায় গোপ গোপাঙ্গনা, খাওয়াইবে ননী ছানা,
(তব) আশার আশে ভাণ্ড ভরে ননী ছানা রেখেছে ;
বিরহিনী চন্দ্রাবলী তার মনে দেছ কালি,
সে কুঞ্জ সাজাইয়া, তব লাগি ঝুরিছে।

আর ফুটে নাক ফুল গাহে নাক অলিকুল,
পিককুল আকুল হ'য়ে নীরবেতে কাঁদিছে ;
ময়ূর খুলে না পাখা আর ডাকে নাক কেকা,
বসন্ত চলিয়া গেছে, এবে বরষা যে ছুটিছে।
কাঁদিছে গোকুল পুরী বৃন্দাবন শূন্য হরি,
(কত আর) বলিব হে শ্যাম, বলিবার আরো আছে ;
যমুনা হয়েছে স্থির গো-পাল নয়নে নীর,
বাঁশরীর রব আর সেথা নাহি পশিছে।
শুষ্ক যে কদম্ব ফুল, আকুল গোপিনীকুল
(তারা এ কুল) ও কুল দু-কুল হারায়ে অকূলেতে ভাসিছে
শ্রীমতী চেতনা হীনা বুঝি এবে প্রাণ হীনা,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করি গোকুলে প্রাণ ত্যজিছে।
(আজি) ভুলেছ শ্রীমতী-কথা যে ছিল অন্তরে গাঁথা,
শয়নে স্বপনে যে নাম বাঁশরীতে বেজেছে ;
কালা, আজ তারে ভুলেছ, তুমি এখন রাজা হ'য়েছ,
মাথায় পরেছ তাজ, কিছু তব নাহি লাজ !
সেই তুমি ? আজি হেথা কুব্জার পাশে বসেছ !
বলিহারী শ্যাম তোমারে কিবা খেলা খেলিছ।
গোপনারী মজাইয়ে কলঙ্কিনী করেছ,
ওহে নটরাজ ! তুমি আজ রাজা হয়েছ ॥৬৫॥

খেলার ঠাকুর।

ভাল খেল্‌তে জান খেলার ঠাকুর
খেলা কর খেলার ছলে।
কখন ধর পাঁচন বাড়ি,
কখন হও বংশী-ধারী,
কখন করে গিরি ধরি,
রক্ষা কর গোকুলে।
কভু যশোদার নীলমণি,
কভু খাও গো মাখন ননী ;
কভু চুরি কর বসন গুলি,
কাঁদায়ে গোপিকা কুলে।
কভু কুটিলার অপমান,
কভু বাড়াও রাধার মান,
ছিদ্র কুম্ভে বারি ল'য়ে,
রাধা যায় গো অবহেলে।
বাঁচাতে তোমার প্রাণ,
ওহে অনন্ত মহান্,
(তুমি) নিজে রোগী নিজে রোজা,
খেল্‌লে ভাল কুতুহলে।
ষোড়ষ গোপিনী ল'য়ে,
একা আছ তত হ'য়ে,

যে চায় গো খেলার ঠাকুর
খেলাও তুমি তারে লয়ে।
কভু রাধায় বামে লয়ে,
চেয়ে আছ বাঁকা হ'য়ে,
কভু হও গো কৃষ্ণ-কালী
কভু আয়ান ধরে পায়ে ॥৬৬॥

—:*:—

মানসী।

স্বর্গের অমিয়া ঢালা কে তুমি মানসী বালা,
আশার প্রসূন মোর কল্পনার রাণী,
স্বপনের ঘোরে মরি, কি শুনিনু প্রাণ ভরি,
ব্যাকুল হৃদয় মাঝে ও বীণার ধ্বনি ;
প্রেমরাগ মাখা তব বদনে সুষমা তব,
এসেছ পরাণে মোর সুরলোক বালা।
সুকোমল করতলে মুছাতে এ অশ্রু জলে,
যতনে পরালে দেবি সান্ত্বনার মালা।
যদি গো এসেছ দেবি ! ত্যজ'না ও পদ সেবি
ক্ষণেক ভুলিয়া রব সংসারের জ্বালা ;
তোমার শরণ লয়ে জুড়াবে তাপিত হিয়ে,
হৃদর কুসুম লয়ে গাঁথিব সে মালা ॥৬৭॥

যশোদা দুলাল।

নন্দ ঘরমে যশোদাকো কোলমে
আও'ল নন্দ কিশোর
গুঞ্জরে ভ্রমরা কুল, পিকগণ গাওল
ব্রজপুরী আনন্দে বিভোর।
সোঁহরি কিশোর চাঁদে, ব্রজ বধু নানা ছাঁদে
সুন্দর বেণী বিনায়ল
বেসর তিলক পরি, সুন্দর মুখ মরি!
উজ্জ্বল মাধুরী ধরিল।
ঝল মল বসন, মণিময় ভূষণ
শ্রীঅঙ্গে সকলে শোভিল
শ্রীকৃষ্ণ পরশ লাগি, হল সবে গৃহ ত্যাগি,
অন্তর পুলকে ভরিল ॥ ৬৮।

গোষ্ট।

কৃষ্ণের প্রতি যশোদার উক্তি ঃ—

উঠরে গোপাল উঠ নীলমণি বেলা যে বাড়িয়া যায়,
পূরব গগনে ভানু প্রকাশিল রক্তিম বরণ তায়।
উঠ বাপধন খাওয়াইব ননী উঠরে মাখন চোরা,
তিলক কাটিয়ে কাজল পরায়ে বেঁধে দিব আয় চূড়া ॥

ধড়াটী পরায়ে বেণু হাতে দিয়ে দিব রে নুপূর পায়,
বাঁশরীর ধ্বনি নুপূর কিঙ্কিনী শুনে ধেনু সব ধায় ॥
উঠরে বাছনি উঠরে এখনি সবে তোমা পথ চায়,
শ্রীদাম সুদাম বসুদাম আর বলাই ডাকে রে আয় ॥
গোঠেতে যাইছে বেলা যে বাড়িছে উঠরে আমার ধন।
তোমারে পাঠায়ে রহিব কি নিয়ে গৃহেতে না রহে মন॥
উঠ বাপ উঠ হেরি চাঁদ মুখ সারা দিন যাবে চ'লে,
(ঘরে) একলা বসিয়ে তোমা পথ চেয়ে ভাসিব নয়ন জলে,
গোধুলি সময় ফিরিবে যখন ঘুচিবে আমার দুঃখ,
কোলেতে তুলিয়া বুকেতে চাপিয়া জুড়াইব এই বুক ॥
বাছারে আমার হেরিয়া তোমার মেটে নাক মোর আশ,
গোঠেতে পাঠায়ে আকুল হইয়ে বহে নাক যেন শ্বাস ॥
দুরন্ত পানাটি করো' নাক যাদু ব্যথা যে বাজিবে তোর,
কোথা লেগে যাবে যাতনা পাইবে
সবে নাক প্রাণে মোর ॥
রব পথ চেয়ে তোমার লাগিয়ে
দেখ বাছা যেন করো'না দেরী,
ওমা কাত্যায়নী, দেখ মা বাছারে
ঐ শ্রীপদে অর্পণ করি ॥৬৯॥

—:*:—

ক্ষুধা পেয়েছে।

ও মা, ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দে মা নবনী
বড় ক্ষুধা পেয়েছে জননী।
খেল্‌তে মাঠে বড় ক্ষুধা পায়,
তখন স্মরি মা তোমায়,
আর দেরী সয়না গো মা
খেতে দে মা এখনি ॥
খেলতে মাঠে যাই
গাছের ফল যে পেড়ে খাই
আবার, ব্রজ গোপীর ভাণ্ড ভেঙ্গে
চুরি করি ক্ষীর ননী ॥৭০॥

—:০:—

লীলা শেষ।

গান।

আজিও যমুনা রয়েছে।
কোথা রাই কমলিনী! কোথা শ্যাম গুণমণি
এখন পুরাণ গাঁথা প্রাণে বাজিছে,
আজিও যমুনা রয়েছে ॥

কোথা সেই চন্দ্রাবলি চলে গেছে বৃন্দাবলী
ললিতা বিশখা সখি কোথা গো আছে
আজিও যমুনা রয়েছে।
কোথা সে কদম্ব তলা যমুনাতে জল খেলা
গাগরী লইয়া জলে জল ভরিছে,
আজিও যমুনা রয়েছে ॥
আর নাহি ব্রজবালা আর নাহি সেই কালা
(শ্রীমতীর) মানের দায়ে কালা বাঁশী ত্যজেছে,
আজিও যমুনা রয়েছে ॥
সে রাধা নাহি কো আর বৃন্দাবন অন্ধকার
বৃন্দাবন শূন্য করি (সেই) কানুর বাঁশী থেমেছে,
আজিও যমুনা রয়েছে ॥৭১॥

—•—

কমলা।

ওমা কমলা কমল বাসিনী
কনক কমল করেতে ধরিয়া
এস মা লক্ষ্মী জননী।
ক্ষীরোদ সাগরে জনম তোমারি
রয়েছে মা তুমি পতিপদ ধরি

কর দয়া যারে তুমি যে তাহারি
গৃহেতে থাক মা জননী।
চিরদিন নহে তব কোথাও বসতি
চঞ্চলা তুমি জানে সবে সতি !
দয়া করে তুমি দেখ জীবের গতি
তুমি মাতা ধন দায়িনী।
পরীক্ষা তোমার হলে সমাপন
চঞ্চলা তখন কর পলায়ন
রাখিতে তোমারে নারে অভাজন
অচলা তুমি যে নহ নারায়নী ॥৭২॥

যুগল মিলন।

গান।

মম হৃদি বৃন্দাবনে বাঁকা হয়ে দাড়াও শ্রীহরি
যুগল করে বাঁশী ধরে বামে লয়ে রাইকিশোরী।
শ্রীপদে পদ্ম ফুটিবে, মন ভ্রমরা মধু খাবে,
মন আনন্দেতে মজে রবে হেরব যুগল মাধুরী।
নিশ্বাসে মলয় ববে বিশ্বাসে তোমায় পাবে
ঐ চরণে রেখ দাসীরে দিয়ে চরণ চরণো'পরি ॥৭৩

গান।

হরি আছে আমার সাথে ভয় কারে বল মন আমার
আমি রব হরির সাথে আনন্দ হবে অপার।
ভয় কিরে মন এ সংসারে
করব না ভয় আর যে কারে
প্রেমানন্দে হরি ধনে হেরব বসে হৃদ্ মাঝার,
কইব কথা হরির সনে
মরম ব্যথা সে গো জানে
অবহেলে ঐ চরণ ধরে, এই ভব সিন্ধু হব পার ॥৭৪॥

হরিনাম সার।

হরিনাম কর নাম কর
নাম কর মন আমার।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বার বার ॥
হরে রাম হরে নাম,
কর নাম অবিশ্রাম,
সর্ব্ব কাম লুপ্ত হ'বে
(এ) ভব বন্ধন দুনিবার ॥

হরি নামে আনন্দ মিলে
কিছু নাই আর ভূমণ্ডলে,
পাবে শান্তি ঘুচ্‌বে ভ্রান্তি
জপ মনের মালা অনিবার ॥
সর্ব্ব পাপ হরে হরি,
হও রাজা বা পথভিখারী,
জীবন্তে বা অন্তে যেন মম,
হরি নামটী হয় গো সার ॥৭৫॥

—*—

আগমনী।

আমার উমা আজি এসেছেরে
দশদিশি আলো করি আমার উমা হাসিছেরে।
আছি সারা বরষ চেয়ে, আমার উমার পথ চেয়ে
নয়নের ধারা আজি থেমেছেরে।
জগৎবাসী তোমার তরে, আছে কত আশা করে
কারে কাঁদাও কারে হাসাও এমনি তোমার ধারা যেরে
আমার উমা আজি এসেছেরে
স্নেহাতুরা মায়ের হৃদি সুধার ধারা ঝরিছেরে
আমার উমা আজি আমার কোলে এসেছেরে ॥৭৬

আগমনী।

ভুবন মোহিনী দুর্গে এসেছ গৃহেতে মরি !
তব পদ কোকনদ পূজিব হৃদয় ভরি ।
দক্ষিণে ইন্দিরা সতী,
বামে দেবী সরস্বতী,
পার্শ্বে গণপতি বামে কার্ত্তিকেয় তারকারি,
মস্তক উপরে শোভে স্বয়ং হর ত্রিপূরারি ॥
আজি এই মহাদিনে হের' ধরা বাসীগণে
হেরিবে তোমারে বলে আসিতেছে জনে জনে ।
আনন্দে পুলকে ভরা,
সুখ পূর্ণ বসুন্ধরা,
দশভুজা আগমনে সুখেতে সবে মগণ,
ছিল সবে যে যেখানে আসিছে হরষ মন ॥৭৭॥

—০:০—

দুর্গার প্রতি মেনকা।

ওমা তুই খ্যাপার ঘরে
কেমন ছিলি কে জানে
সে যে পাগল ভোলা হেলা
গোলা সেকি তোর যত্ন জানে।

তুই যে মা রাজকুমারী,
জামাই আমার হয় ভিখারী
থাক্‌বার স্থান নেই
তাহারি সেযে বসে অজিনে।
শিঙ্গা ডুম্বুর হাতে লয়ে,
অঙ্গেতে ছাই মাখায়ে
বসে আছে সিদ্ধি খেয়ে
বাঘছাল তার পরণে।
সহচর তার নন্দি ভৃঙ্গি,
তোমার আছে একটি সিংহী
খ্যাপার মাত্র বৃষভটি
দাঁড়িয়ে আছে সেই খানে।
সিদ্ধির ঝুলি কাঁধে করি
শিরে ফণি ফণা ধরি
আপন ভোলা হয়ে সে যে
ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে।
জটায় থাকে সতীন তোমার
তোমার তরে ভাবনা আমার
তোমার যত্ন জান্‌বে কি
সে সিদ্ধি গাঁজা সেবনে।

হাড়ের মালা অলঙ্কার,
কর্ণেতে ধূতুরা তার
এই গুলি ত সম্বল তার ওমা
তোমার যতন কি জানে ॥৭৮॥

—*—

বিজয়া।

পোহাল পোহাল হায় নিশি নবমী
কি কাল সকাল আজি হ'ল দশমী।
আজি তিন দিন তরে এসে, মারে কাঁদাইয়া গেলি শেষে
(উমারে) আজ বিদায় দিয়ে
(কি করে) রব দিন যামি।
মাগো তুই অন্তরের তারা,আজি নিভে যাবে শুখতারা,
(পাঠায়ে) তোমারে উমা হব শূন্য প্রাণ আমি
পোহাল পোহাল হায় নিশি নবমী ॥৭৯॥

বিজয়া।

পাষাণের মেয়ে হয়ে তুমি মা নিজে পাষাণী
শিব জায়া তুমি মাগো হরের মন মোহিনী।
দেখিনে সন বছর ধরে,
যেতেছো মা তিন দিন পরে,

পাষাণ প্রাণে বিদায় নিয়ে যেওনা শিবানি,
নয়নের জলে আজি ভাসিছে সবে জননী ॥
দয়াময়ী নাম তোমার কে দিলে মা নিস্তারিণী,
তোমারে বিদায় দিয়ে কেমনে রব ভবানি।
নিঠুর হইয়ে আজি,
যেওনা সন্তানে ত্যজি,
আঁধার হবে গো ধরা ওগো তারা ত্রিনয়ণি ;
আজি, প্রাণ ভরে মা বলে মা ডেকেনি দিবা রজনী॥

—:‡*‡:—
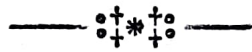
তোমার দান।

ওগো, কতরূপে আছ তুমি
চির অনন্ত অখিল স্বামি
তুমি রয়েছ মরম তলে
ও গো, সবার নয়ন জলে,
তুমি, ভাঙ্গ গড় কত নিত্য
শুধু আছ তুমি চির সত্য,
তুমি দিয়েছ পেয়েছি নিয়েছ দিয়েছি
রেখেছ রয়েছি তাই,

আমার বলিতে তুমি ছাড়া
আর ত কিছুই নাই ;
আমি তোমারই দুয়ারে নিশিদিন ধরে
এমনি পড়িয়া রব,
তুমি, ডাকিবে যখন যাইব তখন
তোমার করুণা পাব ;
প্রভু, এই মর্ম্মঘাতী দুঃখ মোরে
তুমিই করেছ দান
আমি, হৃদয়ে লয়েছি শিরেতে ধরেছি
বাড়ায়ে তোমারি মান ॥৮১॥

—*—

নদীয়ায়।

আজি গোরা এল নদীয়ায়
ভাব দেখে যা ভাবের রাজা
এমন পাবি কে কোথায়।
গোরা কখন হাসে, কখন কাঁদে
আহা, কি ভাবে সে ভাব বিলায়
ভাবের ঠাকুর গোরা চাঁদে দেখবি যদি আয় ॥

হরি হরি বলি গোরা অচেতন এ ধরায়—
আজি হায় ভাবের লহর উজান বয়ে যায়,
গোরা-প্রেমে বিভোর হয়ে গৌর বলি আয় ॥৮২

—:*:—

গোরা।

রাই কালোরূপ হেরবে না আর
তাইতে ধরায় এল গোরা।
রাইয়ের ভাবে বিভোর হ'য়ে
খুজে বেড়ায় মনোচোরা ॥
গোরা অঙ্গে রাই মিশেছে
দুঁহু অভাব ঘুচে গেছে।
রাই অঙ্গে মিশে গোরা
হ'য়ে আছে আপন হারা ॥
কভু রাই কমলিনী, কভু শ্যাম গুণমণি
ভাবের ঠাকুর ভাব বিলায়ে
আপন ভাবে আপনি ভোরা।
একাধারে যুগলরূপ হেরবি যদি আয় গো তোরা
রাই ছাঁদে গোরা চাঁদে
মিশে গেছে দুটী তারা ॥৮৩॥

আবাহন।

খুলিয়া রেখেছি হৃদয় দুয়ার
তোমারি তরে গো স্বামি!

আমি রেখেছি পত্র পুষ্প অর্ঘ
দয়া করে এস নামি।

দারুণ তিয়াষা মিটাও গো মম
অভাগীর দুঃখ নাশি

সুশীতল তব দয়ার বারিধি
পিয়াও বঁধু হে আসি।

অভাব পূরাতে এস প্রিয়তম
মুছে দাও অশ্রুধার

তুমি বিনা মোর কেহ নাই নাথ
বিশাল জগতে আর।

এস বাঞ্ছিত সার্থক করিতে
পরাণের আবাহন

কবে তোমার সোহাগে ধীরে ধীরে
চির ঘুমে হব অচেতন ॥৮৪॥

মিলন।

বান্ধব বিহীন শুষ্ক শিলাতলে
ভ্রমণ করিয়া ফিরি
প্রদোষের সেই স্নিগ্ধ সমীরে
ফিরিতেছি ধীরি ধীরি।

সহসা সে দিনে কি দেখিনু সে যে
অতুলনা রূপ তারি
কমল নয়ন সরলতা মাখা
নয়ন ফিরাতে নারি।

সিন্দুরের বিন্দু ললাট মাঝারে
লক্ষ্মী রূপিনী হেন
আধো ছায়া আধো আলোক মাঝারে
প্রতিমা স্বরূপা যেন।

মধুর ভাবেতে ভরিল হৃদয়
মাধুরী তাহার দেখি
এমনি বুঝি গো খুজিত হৃদয়
কে তুমি বলনা সখি ?

কমল হাতের পরশ আশায়
হাতে হাত দিনু তুলি,
মিলনের সেই পবিত্র পরশে
আপনারে গেনু ভুলি।

এমনি ভাবেতে মিলন মোদের
অজানা কি এক টানে
কোন্ খান্ দিয়ে কে জানে কেমনে
মিলে গেল প্রাণে প্রাণে।

নহি আর সেই আগেকার আমি
সুদূরেতে যাহা ছিল
বিধির বিধান আমারে আজিকে
অন্য সাজে সাজাইল।

দুর্লভ তাহার সেই ভালবাসা
হয় নিক আজ ক্ষীণ
হেরিয়া আমার ছেড়া খোড়া তার
বেতালা বেসুরো বীন্।

তাহার কাছেতে হৃদয় বেদনা
সকল ভুলিয়া যাই
মম পরাণের আদেক খানিকে
দেখিতে যখন পাই।

কোথা ছিলে দেবি! কোথা ছিলে তুমি
ছিলে কোন্ অমরায়
আমার হৃদয় বেদনা বারিতে
আসিয়াছ এ ধরায়? ৮৫॥

—*—

শ্বেতাঙ্গিনী মা।

শ্বেত শত দলো'পরি
মা শ্বেতাম্বুজে শ্বেত বরণী
শ্বেত বসন ধারিণী।
শ্বেত মুকুট শ্বেত শিরে ধরি
স্বতানে দিগন্ত ব্যাপিত করি
দাও মা মরমে বিবেক ভরি
বিমল জ্ঞান দায়িনী ॥
গলে শ্বেত মালা দোলে
অলকে মুকুতা সারি ঝুলে
শ্বেত কুণ্ডল শোভিছে কপোলে
উজ্জ্বল বীণা বাদিনী ॥
শ্বেত করেতে বাজিছে বীণ্
শ্বেত অন্তরে হ'তেছে লীন্
শ্বেত হৃদয়ে শ্বেতপদ ছায়া
অনায়াসে দাও মা শ্বেতাঙ্গিনী ॥৮৬॥

সে আমার গেছে চলে।

সে আমার গেছে চলে নয়নের ধ্রুব তারা
সে বিনা এ অভাগীর আঁধার হ'য়েছে ধরা।
একাকী আমারে ফেলে
সে আমার গেছে চলে,—
অজানা বিদেশে হায়! বসে আছি পথ হারা ॥৮৭॥

—*—

প্রত্যক্ষ দেবতা।

প—লাইয়া গেলে প্রভু আজিকে কোথায়,
তি—মির বরণ হায় নেহারি ধরায়।
দে—খিয়া রচনা মম কত হ'তে সুখী,
ব—ল "দেব" দেখ কি গো স্বরগেতে থাকি।
তা—হ'লে ঘুচিবে দুঃখ ক্ষণেকের তরে,
র—হিব তোমার আজ্ঞা সদা শিরে ধরে।
শ্রী—চরণে এই টুকু মোর নিবেদন,
চ—কিতে আসিয়ে মাত্র দিও দরশন।
র—চনা করিব বসি হেরিয়া তোমায়,
ণ—য়ন মুছা'য়ে দিও সান্ত্বনা আমায়।

ক—খন লইবে মোরে নিকটেতে ডাকি,
ম—ম দিন কবে হবে পথ চেয়ে থাকি।
লে—খনী ধরিয়া হাতে তব নাম স্মরি,
অ—ভাগিনী তোমা হারা হতভাগ্য নারী।
প—রম পবিত্র তুমি দেবতা আমার,
ণ—ব আশা দিয়ে লহ চরণে তোমার।
ত—ব কাছে গিয়ে মম জুড়াবে জীবন,
ব—ল' বল' কবে পাব তব দরশন।
দা—সী বলে' যত দিন না লইবে ডাকি,
সী—মা হীন এ বেদনা বুকে লয়ে থাকি ॥৮৮॥

—:*:—

অর্চ্চনা।

পরাণে অর্চ্চনা দেব করিব তোমার।
তুমি জীবনের স্বামী স্বরগ আমার॥
পূজিবে গো এই হৃদি,
ধ্রুব তারা নিরবধি,
হৃদয় আকাশে তুমি আছ নিরন্তর।
পবিত্র দেবতা মোর থেক' হৃদিপর॥

তুমি প্রভু এ হৃদয়ে স্বর্গের সোপান।
পবিত্র তোমার হৃদি দেবতা সমান ॥
দেবতা চরণ তলে,
দিতেছি অঞ্জলি তুলে,
অহর্নিশি পাতা হেথা তোমার আসন।
এস তুমি ইচ্ছাবশে যে ভাবে যখন ॥
ভক্তি ভরে ফুল দিই দেবতার পায়।
হৃদয়ের দেবতায় পূজা যেন লয় ॥
তা হ'লে রবে না দুঃখ,
পাইব অনন্ত সুখ,
দুঃখের জগতে এই হিয়ার মাঝার।
সেবিব পরাণ ভরি চরণ তোমার ॥৮৭॥

—:+*+:—

ব্যাকুলতা।

উন্মত্ত এ ব্যাকুল হৃদয়,
পরমেশ ! তব পদে ধায়।
এস প্রভু দয়া করি
হৃদয় মন্দিরে এস,

কৃপা করি দয়াময়
বারেক হেথায় বস।
পরাণ আকুল করি
উঠিছে বিষাদ ধ্বনি,
ডাকি বার বার নাথ
ব্যথিত কাতর প্রাণী।
মম সাধনায় প্রভু,
তাচ্ছিল্য কো'র না আর,
বহিতে না পারি এই
দারুণ হৃদয় ভার ॥৮৮॥

—*—

বল দাও।

দাও দেব বল দাও হৃদয়ে আমার
তোমারি স্বর্গীয় বলে
হৃদয়ে বেদনা দোলে
পারি যেন সাধিবারে কর্ত্তব্য এবার।
তোমার সন্তান লয়ে
আছি তব পথ চেয়ে
ঘুচাও এ দুঃখিনীর বিষাদের ভার,

আজি যারা গেছে চলে
তোমার পবিত্র কোলে
আদরে তাদের হৃদে ধরেছ আবার।
অভাগীর কাছে যারা
আজিও রয়েছে ধরা
দীর্ঘজীবি হ'ক এরা আশীষে তোমার,
তোমারি আশীষ শিরে
এরা যেন নাহি হেরে
সংসারের নিদারুণ বিষাদ আঁধার।
জানি হায় ছায়া সম
ঘিরিয়া রয়েছ মম
হৃদয়ের ধন গুলি যতনে তোমার
আর কত দিন ধরে
রাখিবে এ অভাগীরে
কত দিনে পাব দেব চরণ আবার।
তোমা ছাড়া আজি দেব সকলি অসার ॥৮৭॥

মর্ম্মবাণী।

আমি নিশিদিন আছি অনিমিষে
ওই পথ পানে চেয়ে,
জানি না কখন আসিবে আমার
জীবন দেবতা ধেয়ে।
কাণেতে আমার পশিবে কখন
তাঁর সুমধুর বাণী,
এই অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার
দেখিব সে মুখখানি।
এই ক্ষত বিক্ষত লুণ্ঠিত হৃদি
দিব সে চরণ তলে,
পরাণের এই আকুল বেদনা
জানাব নয়ন জলে।
চিরদিন ধরি' জানাব দেবতা
সম্মুখে দাঁড়ায়ে থাক,
বারেক আসিয়া এই অভাগীরে
একবার শুধু ডাক।
আশা লয়ে থাকি সারা দিনমান
নিরাশা জাগায় শেষে,

জীবনে আমার নেমেছে সন্ধ্যা
দারুণ আঁধার বেশে।
এখন যদি গো হ'লনা সময়
আসবে সময় কবে,
ঘনায়ে আসিছে মৃত্যু দিবস
যেতে যে আমার হবে।
এ চির দিনের এ তপস্যা মোর
মিছাই যদি গো হয়,
যে ক'দিন রব নয়নেতে অশ্রু
এমনি যেন গো রয়।
আরাধ্য আমার দেবতা আমার
পরাণের বন্ধু, স্বামি
মরণের এই উপকূলে বসি'
স্মরিব দিবস যামি।
জীবন্ত থাকিতে কখন পাবনা
তোমার করুণা রাশি,
পাইব করুণা শেষ দিন হায়
মরণ কোলেতে আসি' ॥৯০॥

—০:০—

আঁধার জীবন।

(১)

হৃদয়ের লয়ে ভার
খেলিতে পারি না আর
দহিছে তাপিত প্রাণে তুষের অনল।
সুখ লেশ প্রাণে নাই,
পরাণ পুড়িয়া ছাই,
সুখ হীন এ সংসার উগারে গরল॥

(২)

এ পৃথিবী বিষময়
মরমের যাতনায়,
অবশ কাতর তনু করে হায় হায়।
শৈশবের সুখ নাশি,
এসেছে বিষাদ রাশি,
নিভিয়াছে আশা বাতি আঁধার ডুবায়॥

(৩)

প্রকৃতি সুন্দরী আর,
ছড়ায়ে সৌন্দর্য্যতার
নয়ন সম্মুখে ছবি ধরিবে না হায়।

ফল পুষ্প শোভমান
পাখির মধুর গান,
সৌরভ মধুর তান পশে না হেথায় ॥

(৪)

অন্ধকারে দিশাহারা,
উন্মত্ত পাগল পারা
এ-পরাণে আলো আর আসিবে না ফিরে।
হৃদয় আকাশে ভাসি,
উঠে না কৌমুদি হাসি
সমীরণ মৃদু মৃদু বহিবে না ধীরে।

(৫)

হৃদয়ের নব ভাব,
কোথা চলে গেছে সব,
ক্লান্তি ক্লিষ্ট গুরু ভার জীবন এখন।
কিছু নাহি দেহে আর,
দারুণ নৈরাশ্য ভার,
অশ্রু জল দিবানিশি মরম বেদন ॥

(৬)

সে দিন আসিবে কবে,
শ্রান্ত দেহ জুড়াইবে,

অসীমে মিশিয়ে যাবে এই দেহ মন।
আসিবে অনন্ত শান্তি,
ঘুচিবে হৃদয় ক্লান্তি,
জুড়াবে মৃত্যুর কোলে আঁধার জীবন ॥৯১॥

—*—

মরম ব্যথা।

আমার মরম ব্যথা, কে বুঝিবে হায়,
সান্ত্বনা পাবার আশে,
চেয়ে দেখি চারি পাশে,
ভুলেও প্রবোধ দিয়া কেহত না যায়,
আমার মরম ব্যথা, কে বুঝিবে হায়।

হেরিতেছি এ সংসার, খালি শূন্যময়,
হায়রে কোথায় যাই,
একটুকু স্থান পাই,
নিরাশে চোখের জলে বুক ভেসে যায়,
আমার মরম ব্যথা বলিবার নয়।

নাহিকো মমতা লেশ কাহার হৃদয়,
কাঁদিয়া ফিরাই আঁখি,
নীরবে অন্তরে থাকি,

ভিখারিণী, অভাগীরে কে দেখে কোথায়,
এ মরম ব্যথা হায় বলিব কাহায় !
পূর্ব্ব কথা স্মরি' জ্বলি উঠে গো হৃদয়,
একটি প্রবোধ বাণী
দেয় যদি কেহ আনি,
সারা দিবা সেই আশে দিন ব'হে যায়,
আমার মরম ব্যথা কে বুঝিবে, হায় ॥৯২॥

—*—

অভাগিনী।

আমি অভাগিনী, বড়ই দুঃখিনী,
কি আছে আমার ধরণী তলে,
যা কিছু আমার ছিল আপনার
ডুবিয়াছে তাহা অগাধ জলে।
সুখ শান্তি যত, একে একে হত ;
কি আর কাহারে জা'নাব ব'লে,
অনন্ত অসীমে, এ জগৎ ভূমে,
ঘুচিয়াছে শান্তি পরাণ জ্বলে।
তাপিত এ প্রাণ, আছে মাত্র স্থান,
জুড়ায় এ জ্বালা জাহ্নবী জলে ॥৯৩॥

ভিখারিণী ।

কেরে ভিখারিণি, হ’য়ে পাগলিনী,
ফিরিছ মলিন মুখে,
মরমের স্বরে ভাঙ্গা বীণা তারে,
কি গান গাহিছ দুঃখে।
আকুল পরাণে মলিন বদনে,
যাচিতেছ যেন হায়,
করুণা কাহার, বিন্দু স্নেহ ধার,
দিবে কি কেহ তোমায় !
আছে সকলের বীণা যে স্বরের,
তাহাতে মধুর তান,
ভাঙ্গা বীণা যে রে বাজিছে বে-স্বরে,
কে শুনিবে তোর গান ?
নয়ন আসার ফেলিস্ নে আর,
কে আসিবে গান শুনি,
কানে লাগিবে না, প্রাণে বাজিবে না,
যা’ ফিরে যা’ ভিখারিণী।
কাজেতে সবার, চলেছে যে যার,
পরাণের সুখ ল’য়ে,

তোর ছেঁড়া তার, বাঁধিস্‌নে আর,
এল যে রজনী হ'য়ে ॥৯৪॥

নিশিথে।

ঘোরা নিশিথিনী, নিস্তব্ধ রজনী,
সকলে কি হায় ঘুমায় সুখে,
কাহার নিশ্বাস, করুণ বাতাস,
যামিনীর গায় লাগিছে দুঃখে,
সুখে যে মগণা, করিছে কামনা
এ সুখেরি নিশা যেন না যায়,
নীরবে জাগিয়ে, বুক ফাটাইয়ে,
কেহ বা কাতরে কাঁদিছে হায়!
সুখ নিশি হেন, হায় তবে কেন,
কার হৃদিতলে জ্বলে অনল,
নীরব নির্জ্জনে, অশান্ত জীবনে,
নিশিথিনী হায় ঢালে গরল!
যত সুখী জন, ঘুমে অচেতন,
সুখের স্বপন দেখিছে সবে,
ব্যথিত যে জন, নিশিথে সে জন,
দুঃস্বপ্ন জড়িত রয়েছে ভবে ॥৯৫॥

মানব হৃদয়।

বিষাদে কাতর হায় মানব হৃদয়,
দুঃখ তাপে জর্জ্জরিত,
সুখ শান্তি বিরহিত,
আকুল হৃদয় তরু শুষ্ক নিরাশায়।
সংসার ভ্রুকুটি রাশি দুঃখের স্বপন,
শান্তি সুখ সাধ হায়,
অকস্মাৎ ডুবে যায়,
বিষময় এ জীবন নেহারি তখন।
দুঃখময় এ জগতে মানবের হিয়া,
সুখ আশা অঙ্কুরিত,
না হইতে মুকুলিত,
প্রবল ঝটিকা এসে ফেলে উপাড়িয়া।
দুর্ব্বল মানব মন যাতনা ভীষণ,
দয়াময় রক্ষা কর,
হৃদয়ের দুঃখ হর,
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ ॥৯৬॥

--:○*○:--

সুখ ।

সুখের জীবন আসে কতক্ষণ,
সুখ ক্ষণে চলে যায়,
পরাণ মাতায়ে বাঁশরী বাজিল,
(শ্বাস না) ফেলিতে থামিল হায়
যবে জীবনে মানব সুখ অনুভবে
ক্ষণতরে পায় শান্তি,
মুহূর্ত্তেকে সুখ মিলাইয়া যায়
বুঝেরে তখন ভ্রান্তি ।
জীবনের সুখ আশায় নিরখি
সততই থাকে ভোর,
মোহ অপনীত হইলে জীবের
ভাঙ্গে যে সুখের ঘোর ॥
সুখের লাগিয়া এ তনু ভরিয়া
দুঃখের বোঝাই বহে,
তবু ত গো হায় সুখের তিয়াষা
ত্যজিতে বাসনা নহে ॥
দুঃখের জীবনে বাড়াও'না দুঃখ
ত্যজ' সদা সুখ আশা,
বাসনার বোঝা নামাইয়া ফেল
ভাঙ্গিবে দুঃখের বাসা ॥৯৭॥

—o—

অলীক মায়া।

মিছে কার তরে মায়ায় মজে
রয়েছ রে মন,
তারা কি তোর মুখ চাহি
রয়েছে এখন ॥
পথ দেখেছে যে যাহার
তোর কেন এ হাহাকার,
আর মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে
থেক' নারে মন।
তারা যে চাহেনা তোরে
নিলে নাতো সাথে করে,
তবু চেয়ে আছ পথ পানে
বুঝ্‌লিনে এখন।
নয়নে ঝরিছে ধারা
মুছায়ে দিলে কি তারা ?
কেনরে করিছ মিছে
অরণ্যে রোদন।
অলীক মায়ার পিছে
যেওনা যেওনা মিছে

নয়ন মেলিয়া কর
সত্যবস্তু অন্বেষণ।

কাতরে যে দয়া করে
ঢেলে দাও প্রাণ তাঁরে
সত্য তিনি, বন্ধু তিনি,
শ্রীমধুসূদন ॥৯৮॥

সেই দিন।

কোথা আজি সেই দিন ?
ছিল রে তপন, ছিল রে পৃথিবী,
ছিলরে মধুর তান।
আমোদে প্রমোদে, কেটেছে এ হিয়া,
কোথা সে নবীন প্রাণ।
সে কুঞ্জ ভবন, সাঁঝের পবন,
কোথা সে সমীর ধীর।
ছায়ার মতন, মিলায়ে গিয়াছে,
আছে গো নয়নে নীর।

চিরদিন ধ'রে এমনি করিয়ে,
দিনগুলি চলে যাবে।
স্মৃতিটুকু লয়ে, ব্যথিত পরাণ,
খালি সুধু ব'সে রবে।
এ নিখিল ভবে, সব চ'লে যায়,
রেখে একটুকু ছায়া।
দুদিন হাসায়ে কাঁদায় যে প্রাণ,
এ কিরে ভবের মায়া ॥৯৯॥

——*——

ক্ষণতরে।

বিশাল সংসারে, ভব কারাগারে,
ভ্রমণ হইল বৃথা,
সকলি অসার, চৌদিক আঁধার,
কেহ যে বুঝে না ব্যথা।
গ্রহ তারা ভরা, সুশোভিত ধরা,
জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতি,
কুসুমিত বন, পুষ্প চয়ন,
ক্ষণেক আনন্দে মাতি।

হাস্য কোলাহল, সুখেতে বিহ্বল,
সকলি মুহূর্ত্ত তরে,
আত্মীয় বান্ধব, সখা সখি সব,
লুকায় দু'দিন পরে।
মিছে মিছে আশা, মিছে ভালবাসা,
মিছে নয়নের জল,
আকুল হৃদয়ে, শূন্য তারে লয়ে,
চলে যা বাসনা দল।
রচনার মালা, সাজাইয়া ডালা,
গাঁথিয়ে বেদনা ভরে',
ব্যাকুল হৃদয়ে, মুগ্ধ হইয়ে,
জুড়াবি ক্ষণেক তরে ॥১০০॥

—*—

নন্দনে শ্মশান।

এই ধরা ছিল মোর নন্দন কানন
হয়েছে এখন ইহা বিকট শ্মশান,
প্রাণের পুতুলি গুলি খেলিত যখন
ভাবিতাম মর্ত্তে বুঝি এই স্বর্গধাম।

মর্ত্তের দেবতা মোর চলে গেল যবে
জানিনা কোথায় কোন স্বরগে নূতন,

হাতে ধরি তুলি নিল শ্রেষ্ট ধন যেটী
কি ভীষণ হাহাকার হৃদয়ে তখন।

পুনঃ না দুদিন যেতে নিল তনয়ারে
কত আর সয় বল এ ক্ষুদ্র পরাণ,
বার বার কি ভীষণ দারুণ যাতনা
ইহাতেই হায় কিগো হ'লো সমাপন!

তবুও স্বরগ দ্বার মুক্তই রহিল
আরও লইতে মোর পরাণের ধন,
যাহার আশ্রয় করি দাড়াইনু এসে
সেও যে চলিয়া গেল পিতার সদন!

মরণ আমারে ঘৃণা করিল কেবল
সহিবারে রাখি গেল যন্ত্রণা ভীষণ,
দেবতা আমারে দয়া তোমার হ'ল না
তাই এই শাস্তি মোর হয়েছে ভূষণ।

ধরায় নরের বাস নাহি বুঝি আর
হেরিতেছি চারি ধারে শ্মশান ভীষণ,
হাহা করি উঠিতেছে ঘোর অট্টহাসি
অনল শিখায় হৃদি জ্বলিছে এখন ॥১০১॥

--:⁐*⁐:--

পুত্র হারা।

হায়, হায়, জগদীশ ! আজি তুমি কি করিলে,
অভাগীর স্বর্ব্বস্ব যারা তাদের হরিয়ে নিলে।
হায় বিধি কি করিলে দগ্ধ হৃদি জননীর
চিরদিন তুষানলে ঢালিবে নয়ন নীর।

পাষাণে বাঁধিল বুক হায় আজি শোকাতুরা
কি শেল বাজিল বুকে হয়ে আজি পুত্রহারা।
ক্ষণমাত্র না হেরিলে শূন্য হোত চারি ধার
জন্ম সোধ গেল চলে আসিবে না ফিরে আর।

ব্রহ্মাণ্ড খুজিয়া শুধু ফেল গো নয়নাসার
চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি উঠে শুধু হাহাকার।
কতই না আবদার করিতে এই মার কাছে
সেই মাকে ত্যজি হায়, গেছ আজি কার কাছে !

যখনি উঠেরে মনে কে করিবে যত্নতায়
পরাণ ফাটিয়া যায় পাষাণ ভেদিয়া হায়।
তোদের জননী ডাকে ব্যাকুল পরাণ লয়ে
জুড়ারে আকুল হিয়া তোরা আসি দেখা দিয়ে।

আয় বাপ আয় তোরা একবার কোলে আয়
হয়েছে কি অভিমান ভাল করে বল মায়।
তোমাদের মাকে নাও গিয়াছ তোমরা যেথা
চিতায় শুইয়া আজি জুড়াই এ হৃদি ব্যথা ॥১০২॥

মরণ সুখ।

সন্তোষ চলিয়া যায়,
কেন গো ফেরে না আর,
সুখটুকু সাথে লয়ে
রেখে যায় দুঃখ ভার।
সুখ বলে কিছু নাই
খুজিলে জগত ময়,
মানব জীবন হায়
কেবলি অশান্তি বয়।
শান্তিহীন এ জীবন
বহিতে পারি না আর,
মরণ জীবন জেন'
মরণই সুখ সার ॥১০৩॥

উন্মত্ত মন।

উন্মত্ত মানব মন পাগলের প্রায়,
দুরন্ত বাসনা লয়ে ছুটিয়া বেড়ায়।
মন রশ্মি সংযোজিয়া চল সেই পথে,
আত্মাকে করিয়া রথী লও এই সাথে।
বুদ্ধিরে সারথী করি হও আগুসার,
তা'হলে পাইবে ব্রহ্ম পরম ওঁ কার ॥১০৪॥

নরের দংশন।

১। কু-জনের কু-রচনা অতি ভয়ঙ্কর,
ইহা হ'তে ঘৃণাকর কিছু নাহি আর।
তস্কর হইতে হীন সেই সে দুর্জ্জন,
যে করে গো অকারণে সু-নাম হরণ।

২। সু-নামে কলঙ্ক যদি দেয় কোন জন,
অধার্ম্মিক ক্রূর মতি খল সেই জন।
আপন স্বভাব দিয়া হেরে সর্ব্ব জনা,
হিংস্রক জীবের সম তাহার রসনা।

৩। বিষমাখা তীক্ষ্ণবান খলের বচন,
সহিতে পারে কি তাহা সরল সু-জন।
সর্পের দংশন জ্বালা সহ্য তবু যায়,
নরের দংশন জেন' বড় বিষময়।

৪। অহেতুক অপবাদ ফেলে দেয় শিরে,
দুর্ব্বল মানব তাহে কি করিতে পারে।
বৃশ্চিক দংশন জ্বালা হৃদয়েতে সয়,
নীরব অন্তর ব্যথা ঈশ্বরে জানায়।

৫। এ জগতে নির্ব্বিরোধী সরল যে হয়,
শত্রুর অভাব তার নাহিক নিশ্চয়।
খলের সর্ব্বত্র জয় এ খলু সংসারে,
সরল লোকের ভাল দেখিতে সে নারে।

৬। এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেতে বন্ধু নহে কেহ,
শত্রু সঙ্গে ফিরিতেছে সদা এই দেহ।
জন্ম জন্মান্তরে যেন শত্রু সবে হয়,
বন্ধু থেক' দীনবন্ধু, তুমি দয়াময় ॥১০৫॥

---*---

নিন্দুক ও হিংসুক।

নিন্দুক জীবন লোক নিন্দা করি
সতত হয় গো সুখী,
হিংসুক যে জন হয় গো সে জন
পর সুখ দেখি দুঃখী।
নিন্দুক যে হয় তাহার রসনা
সর্প বিষে সদা ভরা,
হিংসুক যে জন তাহার জীবন
বিষের জ্বলনে জ্বরা।
সুনাম দেখিয়া নিন্দুক বলিছে
কেমনে উহারে ডুবাব,
হিংসুক বলিছে কাহার' ভাল
আমি ত দেখিতে নারিব।
নিন্দুক বলিছে ভাল নামে আমি
কালি দিতে ভালবাসি,
হিংসুক হৃদয়ে পর সুখ দেখি
জ্বলিছে অনল রাশি॥
নিন্দুক বলিছে লোকের সুনাম
শুনিতে পারিনা কার'

হিংসুখ বলিছে লোক-সুখ আমি
দেখিতে পারি না আর।
নিন্দুক হিংসুক এ ভবে আসিয়া
কেবলি অশান্তি বয়,
সুখের সংসার দেখিতে পারে না
অনল জ্বালায় তায় ॥
হেন দুঃখী পৃথিবীতে কেহ নাহি আর,
নিন্দুক হিংসুক হয় অসুখী ধরার।
ভগবান দয়া কর এ দোঁহার প্রতি
তুমি না করিলে দয়া কি হ'বে দুর্গতি ॥১০৬॥

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

প্রবৃত্তিরে তেয়াগিয়ে থেকো মম মন,
নিবৃত্তির স্নিগ্ধ কোলে করিও শয়ন।
প্রবৃত্তি জাগায় সদা বাসনা অনল,
নিবৃত্তির সহবাস অতীব শীতল।
প্রবৃত্তি জীবন সদা শান্তিহীন রয়,
নিবৃত্তির শান্ত কোল বড় সুখময়।
প্রবৃত্তি দুর্ম্মতি অতি বড়ই দুর্জ্জন,
নিবৃত্তি নির্ম্মল মতি ধার্ম্মিক সুজন।

প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগে সতত যাহার,
সুখহীন ভার গ্রস্থ জীবন তাহার।
ধরণীতে শান্তি তৃপ্তি হৃদে যদি চাও,
নিবৃত্তিরে সর্ব্বক্ষণ সাথি করে লও।
প্রবৃত্তির সাথে মন যেওনা যেওনা,
নিবৃত্তিরে হৃদে রাখ যাতনা পাবে না ॥১০৭॥

প্রভাত।

১।

আজি মোর প্রথম প্রভাত জীবনের,
নয়নের দৃশ্য গুলি সকলি সুখের।
নিরখিনু চতুর্দ্দিক অরুণ ছটায়,
উঠিল হাসিয়া ধরা নবীন প্রভায় ॥

* * * *

ভানুর উদয় যথা নলিনি জীবন,
সোহাগে পড়ে গো ঢলি মাখিয়া কিরণ।
প্রফুল্ল মনেতে হাসে
সমীরণে পেয়ে পাশে,
বিভোর হইয়া হেরে সুখের স্বপন,
নলিনি প্রভাতে হেরে সকলি নূতন ॥১০৮॥

সন্ধ্যা।

২। সুখের প্রভাত গেল চলি,
পরাণের নব আশা দলি'।
আঁধার তামসী নিশা ক্রমে দেখা দিল,
কৌমুদীর হাসি রাশি কোথায় লুকাল ?
সে সাধ বাসনা আজি পলাল কোথায় ?
কোথা হ'তে এল সন্ধ্যা নীরবতা ময় ;
স্বপনের রাজ্য সম গিয়াছে সে দিন মম,
আজ, আছে সুধু সংসারের কঠোর বন্ধন ;
এবে, এস সন্ধ্যা ধীরি ধীরি এ হিয়ার মাঝে
হায়, কল্পনার সাথে রও আঁধার জীবন ॥১০৯॥

---*---

কিসের দুঃখ।

সাঁজেতে চন্দ্রমা হাসে তারাগুলি
নিতুই ফুটিছে কুসুম গাছে,
প্রভাতে ডাকেরে দয়েল পাপিয়া
পরাণ খুলিয়া জগত মাঝে।
চেয়ে দেখি মোর আছে ত সকলি
খুজে তবু মরি কোথায় সুখ।
কেঁদে কেন মরি নিশি দিন আমি
বুঝিতে পারিনা কিসের দুখ ॥১১০॥

পূর্ণিমা রূপসী।

দাঁড়ায়ে কে তুমি দেবি অয়ি দিগঙ্গনে,
শুভ্র বেশে হাসি মুখে চন্দ্রদেব সনে।
পূর্ণিমা রূপসি তুমি প্রকৃতির হাসি,
নির্ম্মল আলোকে মোরা ধরা মাঝে ভাসি।
চন্দ্রালোকে বসি ধীরে মানবের মনে,
জাগাও অতীত স্মৃতি সমীরণ সনে।
আঁখি আগে জাগে কারো সুখ স্বপ্ন ঘোর,
কারো হৃদি দ্রব হ'য়ে ঝরে আঁখি লোর।
দিগন্ত ব্যাপিয়া কর আলো বিতরণ
হেলে দুলে চারি পাশে খেলে সমীরণ।
ধরাতলে রাণী তুমি স্বপনের ফুল,
তোমারে নয়নে হেরি বিরহী ব্যাকুল।
বিফল জীবনে কারো আশা ভেসে যায়,
বিলুপ্ত পিয়াসা হৃদে কারো বা জাগায়।
হাস্য মুখে ধরা মাঝে পূর্ণিমা-রূপসি,
চাঁদের সুষমা তুমি পূর্ণ কর শশী।
মানব মোহিত তব রূপের আভায়,
নরখি তোমারে ভোর সুদূর চিন্তায় ॥১১১॥

—o—

মন।

স্থ-চরিত হও আগে হে মানব মন
তবে ত পাইবে হৃদে সে পরম ধন।
সু-পবিত্র শুদ্ধমতি না হইলে পরে
সে নিধি হৃদয়ে হায় ধরিতে কি পারে।
অস্থির চঞ্চল মতি তাহারে না পায়
ভ্রমে মুগ্ধ তাঁর আশে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥১১২॥

—:*:—

মরীচিকা।

আমরণ কেবলি কি খুজিব তোমায়
কখন কি পাব না দেখিতে ?
কেবলি কি দূরে রবে স্বপনের মত
তব গান পাব কি শুনিতে !
প্রকৃতির অনুরূপ ওই তব রূপ
মানবের কল্পনায় লিখা,
কাতরে সুধাই আজি, বল দেখি মোরে,
তুমি কি শুধুই মরীচিকা ॥১১৩॥

——:*:——

গর্ব্ব ।

এই ত পৃথিবী হায়, সবে বড় হ'তে চায়
ভগবানে ভুলে রয় প্রপঞ্চ মায়ায় ।
সুখেতে বিস্মৃতি আসে, শতগুণ হৃদে নাশে
সামান্য অভাবে দগ্ধ হয় যাতনায় ॥
এই গর্ব্ব অহঙ্কার, হয়ে যায় ছাড়খার
অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আবার ।
জ্ঞান চক্ষু খুলে যায় অজ্ঞানতা দূরে রয়
তবে বলে ইচ্ছাময়, কি খেলা তোমার ॥
ভ্রমান্ধ থাকিয়া আর, চাহিও না বার বার
মিথ্যা সুখ কল্পনায় দুর্গতি অপার ।
দুঃখরূপে জ্ঞান দিয়া, শান্ত কর শ্রান্ত হিয়া
অসীম ক্ষমতা দাও দুর্ব্বল হিয়ার ॥১১৪॥

চূর্ণ মান।

আজি গেছে মান গেছে অভিমান
আবিলতা গেছে দূরে,
এসেছে সু-দিন গিয়াছে দুর্দ্দিন
প্রাণ ভরে ডাক তাঁরে।
আসে ধন জন, মোহিতে যখন
সেত রে সুদিন নয়,
জাগায় অশান্তি, নাশে সব শান্তি
সু-গুণ হরিয়া লয়।
দুরন্ত বাসনা নাশেরে চেতনা
সদাই আকাঙ্ক্ষা ময়
ভাবেরে তখন আমি এক জন
ধন মান চির রয়।
নিজ কর্ম্মফলে সব যায় চলে
উঁচু মাথা হয় নত
বুঝিবে তখন ঠেকিবে যখন
তাঁহার ক্ষমতা কত।
পুড়ায়ে তোমারে খাঁটি সোনা করে
লবেন তুলিয়া কোলে
যবে চূর্ণ মান হবে খান্ খান্
রাং যাবে যবে গলে ॥১১৫॥

মন বীণা।

মম বীণা আজি তোর, কেনরে ছিঁড়িল তার ?
তারে তারে জোড়া দিলে, উঠে না ত সে ঝঙ্কার।
থেমেছে হৃদয় বীণা, ছিঁড়েছে মর্ম্মের তার,
যতনে বাজাতে চাহি, তবু ছিঁড়ে বারে বার।
মরমের ছিঁড়া তারে, সে বীণা বাজে না আর ॥

—০:০—

সুখ কোথায় ?

সুখের সন্ধান পাইব কেমনে
সুখ কি আছে কোথায় ?
কথা মাত্র সুখ কাজে কিছু নাই,
দুঃখময় সব যে দিকেতে চাই,
সুখ সুখ করে ফিরিতেছে সবে,
সুখ খুঁজে সারা সুখ কোথা পাবে ?
সুখের মুরতি আঁকা কল্পনায়,
এ-সংসার সুধু ভরা যাতনায় ;
সুখের সন্ধান পাইব কেমনে
সুখ কি আছে কোথায় ?

মানব হৃদয় সুখ খুজে সারা,
ভ্রমিছে সদাই পাগলের পারা।
নশ্বর জীবন দুঃখের ভাণ্ডার,
সতত কামনা হৃদে জাগে যার।
কামনা রহিত যে জন হয়,
সুখ যদি থাকে তাহারই রয়।
সুখের সন্ধান পাইব কেমনে
সুখ কি আছে কোথায় ॥১১৭॥

---*---

বন্ধু।

১। সুখের সময় যে হয় সহায়
সেত কভু মিত্র নয়,
সুখ দুঃখ মাঝে সেই জন সাথী
তাহারেই বন্ধু কয়।

২ যত দিন ধনবান এ জগতে তুমি
জোড় হাতে সবে পদে, নমিবে যে ভূমি,
হারাইবে যবে সব সম্পদ ও মান
তোমারে হেরিবে সবে তৃণের সমান।

৩। অসার সংসার মাঝে কিছু—কিছু নয়
ইহা হেরি মানবের জ্ঞান নাহি হয়,
অহঙ্কারে মত্ত সদা অজ্ঞান হৃদয়
ধন জন সম্পদ বা কয় দিন রয়।

৪। তাই বলি মূঢ় মন ছাড় মিছা ভাবনা,
পরীক্ষার স্থল এই তাঁহারিত ছলনা।
সুখ দুঃখ যা দিবেন শির পাতি লও,
আপনারে ভুলে গিয়ে বিভু গুণ গাও ॥১১৮॥

—*—

কর্ত্তব্য।

মানবের ধর্ম্ম জেনো একমাত্র গতি,
ক্ষমাই মহৎ গুণ অকৃতজ্ঞ প্রতি।
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি এ মহীমণ্ডলে,
অহিংসা সুখের হেতু এই ধরাতলে।
সকলের প্রিয় হও ত্যজি' অভিমান,
ক্রোধেরে হেরিবে সদা কৃতান্ত সমান।
কামনারে দূরে রাখি ফিরিবে সতত,
লোভের হ'য়ো না বশ হ'য়ে বুদ্ধি হত।

সু-জনের সঙ্গ কভু ত্যজনা কখন,
কায় মনে ক'রো সদা কর্ত্তব্য পালন।
অহিতকারীর ক'রো মঙ্গল সাধন,
সত্য পথে সদা শান্তি পাবে অনুক্ষণ ॥১১৯॥

---*---

মধ্যাহ্ন সময়।

মধ্যাহ্ন সময়ে আজি হেরিনু যখন,
চতুর্দ্দিকে অগ্নি যেন জ্বলিছে তখন।
উত্তপ্ত এ ধরাধাম উত্তপ্ত জীবন,
রৌদ্রের প্রখর তাপে তাপিত ভূবন।
পশুপক্ষী আদি জীব ব্যাকুলিত মন,
দুঃখী জন নীরবেতে খাটিছে কেমন।
পেটের দায়েতে তারা না পায় বিশ্রাম,
ধনী গৃহে টানা পাখা নাহিক বিরাম।
ঘরের জানালা বন্ধ গোলাপ সুবাস,
শয়ন করিয়া আছে তবু হা হুতাস।
হে ঈশ্বর! তোমার সৃজিত জীব সকলি ধরায়,
এ পার্থক্য তবে কেন নেহারি হেথায় ॥১২০॥

---*---

বরষা।

১। বরষার বারিধারা পড়িতেছে ঝর ঝর।
বারিপাতে দুঃখী জনে দুঃখ পায় নিরন্তর ॥
গরীবের গৃহগুলি শত ছিদ্র ময়,
দুঃখী পরিবার তাহে কত দুঃখে রয়।
বায়ুর তাড়নে কোথা চাল যায় উড়ে,
কোথা বা ভাঙ্গিয়া খোটা উপাড়িয়া পড়ে।
খুদে খুদে ছেলে মেয়ে কোথা যাবে আর,
পিতা মাতা বসে ভাবে কি করিবে তার।

২। কুঁড়েগুলি ভাঙ্গা চোরা মেজে সেঁত সেঁতে,
তাহাতে শয়ন করে ছেড়া কাঁথা পেতে।
আজি এ প্রবল ঝঞ্ঝা বায় বরিষণ,
দুঃখী গরীবের কষ্ট না যায় বর্ণন।
মাথা গুজিবার স্থান নাহিক যাহার,
দারুণ দুর্যোগ দিনে কি দিবে আহার।

৩। পেটের জ্বলনে শিশু কেঁদে হয় সারা
মাতা পিতা নয়নেতে পড়ে বারিধারা।
গরীব লোকের দুঃখ দেখা নাহি যায়,
তাঁহার মহিমা কিবা কে বুঝিবে হায়।

৪। সৃজিত তোমার ধরা তোমারি সকল,
কেন প্রভু দুঃখ পায় গরীব দুর্ব্বল ?
ধনীর গৃহেতে হের কোন কষ্ট নাই,
এ হেন দুর্যোগ তবু প্রফুল্ল সবাই ॥১২১॥
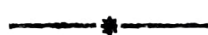
অনাথ।

ধনহীন জন অতি অশোভন
সে গো যেই পথে যায়,
তাহার নিশ্বাস গায়ের বাতাস
যেন, না লাগে কাহার গায়।
অন্ন ভিক্ষা তার, এক মাত্র সার,
কোথা পাবে সে গো স্থান।
তাহারে হেরিয়া ভয়ে পলাইবে
কে করে আশ্রয় দান।
গরীব ভিখারি ভয় ভয় ফিরি
দাঁড়ায়ে ধনীর দ্বারে।
ঘৃণা ভরে হায় মুখ যে ফিরায়
অনাথ দেখিলে পরে।

আশা তার হায় যদি ফিরে চায়
এক বার দয়া করে।
অনাথ বাছারা পাবে অন্ন জল
যদি ধনী দয়া করে।
শূন্য হাতে হায় যদি ফিরে যায়
কি করে দাঁড়াবে গিয়া।
ব্যর্থ মনোরথ বুক ভাঙ্গা দুখ
চাপিবে বল কি দিয়া।
অনাথ ভিখারি দ্বারে দ্বারে ফিরি
কেন হে দয়াল প্রভু
বিশ্ব অন্নদাতা তুমি যে বিধাতা
মিছা না এ কথা কভু।
তবে কেন হায় এক জন ধনী
অন্য জন তার দ্বারে,
ভিক্ষা ভিক্ষা করি মাগিতেছে অন্ন
হায় সে ধনীর দ্বারে।
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি সকলি
এ শুধু তোমারি মায়া,
ধনী জনে শুধু পরীক্ষা তোমার
দেখ তার দয়া মায়া।

ভিক্ষুকে যাহারা করে গো বিমুখ
বল তার স্থান কোথা
জন্মান্তরে হায় মিলিবে না তার
আশ্রয় যে আর হেথা ॥১২২॥

আশা।

১। আমি আশায় রয়েছি বাঁচি সতত কেবল,
আশা না থাকিলে হায় পরাণ শুকায়ে যায় ;
আশা না থাকিলে হ'ত জীবন বিকল,
আশা, তুমি মানবের জীবন সম্বল।

২। আশাতেই মনে করি আশাতেই প্রাণ ধরি,
মানব জীবন হায় আশা ধরি প্রাণ পায় ;
আশা ধরি রহে শুধু এ ভবে কেবল,
আশা তুমি মানবের জীবন সম্বল ॥

৩। এ জীবন মরু স্থল আশা সাহারার জল,
চাতক প্রফুল্ল হয় নিরখিয়া মেঘ ছায় ;
নর ভাগ্যে তুমি আশা বড়ই চপল,
আশা তুমি মানবের জীবন সম্বল ॥

৪। আশা, মানব হৃদয়ে তুমি দুর্ব্বলের বল,
আশা ছাড়া এ জীবন কতক্ষণ রহে হায় ;
আশা, তুমি মহীতলে তৃষ্ণার্ত্তের জল,
আশা, তুমি মানবের প্রাণের সম্বল ॥১২২॥

—*—

মাতৃ স্মৃতি।

১

জননীর কোলে শুয়ে,
স্তন তনু সুধা পিয়ে,
সরল শৈশব গত সুখের সদন।
মার কোলে আধ বোলে,
বেড়াতেম হেসে খেলে,
পৃথিবীর সুখ দুঃখ বুঝিনি তখন।
হইয়ে মা তোমা হারা,
হেরিনু আঁধার ধরা,
তোমার অমৃত কোলে পুঃন তুলে নাও।
এস মা জননী তুমি,
থাকিতে না পারি আমি,
এ অবোধ তনয়ারে বারেক জুড়াও।

সংসার সমুদ্র কোলে,
একা ফেলে গেলে চলে,
ফিরে নাহি দেখিল গো কেহ একবার !

কাতরে আকুল চিতে,
চাহিলাম চারিভিতে,
তুমি নাহি আর কোথা করুণার ধার !

হেরিয়া এ ভব কারা,
হইলাম দিশা হারা,
গেলে চ'লে জননী গো ছাড়িয়া যখন !

সতত কাতরে থাকি,
বিষাদে ঝরিত আঁখি,
কিছুতে প্রবোধ মাগো মানিত না মন !

ক্রমেতে দেখিনু হেথা,
থাকে না হৃদয় ব্যথা,
কাল ক্রমে স্মৃতি টুকু ধুয়ে মুছে যায় ।

(২)

মাতার পবিত্র কায়া,
তাতেও পড়িল ছায়া,
কিছুই থাকে না বুঝি এ-জগতে হায় ।
নূতন স্নেহের ফেরে,
ভুলিলাম জননীরে,
পাসরিনু সে মমতা সে স্নেহের ধার ।

সুখ আশা হৃদে ধরি',
মোহের ছলনে ফিরি,
কোথা সুখ, মরুভূমে মরীচিবিকার।
হেরিনু সংসার লীলা,
খেলিনু ভবের খেলা,
কিছু নাহি হেথা হেরি খালি হাহাকার।
বাল্যের সরল হাসি,
কোথায় গেলরে ভাসি,
আছে গো অসার মাত্র জীবনের ভার।
জেনেছি জননি আমি,
এ জগৎ রঙ্গ ভূমি,
নাচায় মানবগণে বাতুলের প্রায়।
মিটেছে গো মিথ্যা সাধ,
ছিড়েছে হৃদয় বাঁধ,
ভেঙ্গেছে মরম বীণা বাজেনা কো হায়।
নে জননী নেমা তুলে,
তোর সু-কোমল কোলে,
তোরে যে পড়েছে মনে আবার এখন।
চাহি নাকো কিছু আর,
সুখ দুঃখ এ-সংসার,
স্নেহ মাখা কোলে তোর জুড়াক জীবন।১২৩।

রাধা।

(১)

লীলাময়ী রাসেশ্বরা ভাবেরি জীবন,
তোমারি স্মরণে ভাব জাগে যে নূতন।
ভাবে মগ্ন তুমি মাগো ভবের ভাবেতে,
ভাবের ঠাকুরে নিজ প্রাণ বিলাইতে,—
এসেছিলে এ ধরায় শিখাইতে নরে,
ভাবেতে অনন্ত ভাব কতদূর ধরে।
এ বিশ্বে প্রেমের লীলা যাহা দেখাইলে,
ভক্ত প্রাণে প্রেম সিন্ধু উথলিয়া দিলে।
প্রেমে দেয় কতখানি স্বার্থ তেয়াগিয়া,
কত ব্যথা ধরে প্রেম প্রাণ বিলাইয়া!
আপনি শিখালে যে মা, বিশ্ব প্রেমে মজি,
অপার জলধি মাঝে নারায়ণে ভজি'!
বিরহেতে শ্যামরূপ হৃদয়ে পাইলে,
নিষ্কাম পবিত্র প্রেমে ভরিয়া রহিলে।
জগতে শিখালে নিজে প্রেম কিবা ধন,
প্রেমে হয় কতখানি বিশুদ্ধ জীবন।

শ্যাম-প্রেম-পাগলিনি কতই সহিলে
নররূপে লাজ, ভয় হৃদয়ে ধরিলে।
তুচ্ছ লাজ, তুচ্ছ মান দিয়া বিসর্জ্জন
নররূপী নারায়ণে সমর্পিলে মন।
স্বয়ং লক্ষ্মী তবু ব্যথা কতই পাইলে
বিরহ কাতরা তবু নাম না ত্যজিলে।
জ্বলন্ত অক্ষরে জাগে অন্তরে তোমার
হরি বিনা তব প্রিয় কিবা আছে আর।
তোমার অন্তরে জাগে প্রেমে শ্যামরূপ,
প্রেম স্বর্গ, প্রেম ধর্ম্ম, প্রেম বিশ্বরূপ।
প্রেমের পবিত্র লীলা দেখাবার তরে,
প্রেমময় ত্যজিলেন প্রেমে শ্রীরাধারে।
প্রেম বিশ্ব ছাপাইয়া আপনি চলিল
স্রষ্টার সৃজিত জীবে বহিতে লাগিল।
কৃষ্ণ প্রেম পিপাসিনী রাধা উন্মাদিনী
কত ব্যথা দিয়া গেল শ্যাম গুণমণি।
অন্তরে বাহিরে রাই শ্যামরূপ হেরি
লুটায় ধরণী তলে মুখে হরি, হরি।
প্রেমময় শ্যাম নাম রাই জপ মালা
অন্তরে বাহিরে প্রেমে রহিয়াছে কালা।১২৪॥

রাই উন্মাদিনী।

(১)

হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, করি নয়নে ঝরিছে বারি
যমুনা পুলিনে রাই হল অচেতন
যমুনা চরণ ধরি অৰ্দ্ধ অঙ্গ স্থল পরি
কমলিনী হল বুঝি বিগত জীবন।
কাঁদে সব সহচরি মুরারি স্মরণ করি
বলে হরি যায় বুঝি রাধার জীবন
অঞ্চলে সিঞ্চন করি রাই মুখে দেয় বারি
যমুনা সলিলে ভাসে কমল চরণ।

(২)

কহে বৃন্দা বিনোদিয়া কৃষ্ণময় তার হিয়া
বৃন্দাবন হের শ্যাম ময়
উঠ রাই কমলিনি তব হৃদে গুণমণি
তোমার রোদনে ব্যথা পায়।
সে শ্যাম কোথাও নাই আছে মো সবার ঠাই
ভরিয়া রয়েছে সুষমায়
কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ কোথা বলে' কেন পাও ব্যথা
(তুমি) রাধা তুমি শ্যাম নেহারি হেথায়।

(৩)

তমাল কহিছে ধনি　　শুন শুন সুবদনি
মম অঙ্গ দেখ শ্যামময়
শ্যাম ত যায়নি কোথা　সবার অন্তরে গাঁথা
বিহরে সকল নীলিমায়।

(৪)

কাতরা রাধারে হেরি　　অনিল বহিল ধীরি
শ্রবণে পশিয়া মৃদু কয়
উঠ উঠ বিনোদিনি　　আসিবে গুণমণি
তোমা ছাড়া নাই সে কোথায়।
মনে রেখ' এই বাণী　যেথা থাক নীলমণি
রাধা শ্যাম প্রভেদ ত নয়।

(৫)

যমুনা চরণে ধরি　　বলে, উঠ সুন্দরি
এই যে জলেতে শ্যামরায়
জলের কল্লোল শুনি　পশে কানে বংশীধ্বনি
(উন্মাদিনী রাই বলে) অই বুঝি এল,—
কালা ভুলেনি আমায়।

সীতা।

সতী শিরোমণি জনক নন্দিনী
শ্রীরাম বণিতা সীতা
নাম শুনি কানে ব্যথা বাজে প্রাণে
সে চির পুরাণ গাঁথা।

রাম রঘুমণি ভাঙ্গি ধনু খানি
জানকী লভিল আসি'
সেই মহাদিনে যুগল আননে
পুলক উঠিল ভাসি।

রাম আঁখি তারা পলকেতে হারা
না দেখি সীতার মুখ,
সেই সীতা ধনে প্রজানুরঞ্জনে
দিলে গো কতই দুঃখ।

পশিলা কাননে বিজন বিপিনে
পরিত্যক্তা অভাগিনী
কত দুঃখ হায় পাইল ধরায়
হ'য়ে রাম কাঙ্গালিনী।

গর্ভবতী সতী পতি পদে মতি
পতির ধেয়ানে রত
বাল্মিকী আশ্রমে দিন ক্রমে ক্রমে
হইতে লাগিল গত।

ক্ষণ সু-সময় হইল উদয়
প্রসবি যুগল সুত
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর
ঠিক যে রামের (ই) মত।
মরিরে বাছনি কি দিব নিছুনি
যতনে তুলিয়া নিল।
পুলকে সীতার বহে অশ্রুধার
পূর্ব্ব স্মৃতি উথলিল।
পরিত্যক্তা সতী ল'য়ে পতি-স্মৃতি
হেরিয়া যুগল কায়া
সান্ত্বনা লভিল হৃদয় ভাবিল
এ যে গো তাঁহারি দয়া।
রামেরি জীবন সীতা নহে আন্
সীতাময় মোর রাম
জীবনের ধনে প্রজানুরঞ্জনে
তেয়াগিল হ'য়ে বাম।
কি দোষে সীতার এ দুর্গতি সার
রঘুকুলে আসি হ'লো
জানকী জীবন নিষ্পাপ জনম
তারে বিধি দুঃখ দিল।১২৬॥

ঊর্ম্মিলা।

ত্যাগের পবিত্ররূপ ঊর্ম্মিলা সুন্দরি
রাজ-পুর-বধু হায়, পতি বনচারী ;
সত্য সন্ধ দশরথ-তনয়-লক্ষ্মণ
পত্নী পরিত্যাগী হায় যবে গেলা বন
ঊর্ম্মিলা কাতর নেত্রে সুধু চাহি রয়
যাইতে চাহিনু সাথে নিলেনা আমায় ;
দীন বক্ষ চাপি সুধু দুই হাতে ধরি
নিরখি কাতর নেত্রে পতি মুখ' পরি ;
নীরবে শুধায় বালা সঙ্গেতে নিলেনা
তুমি বিনা নাথ মম নাহি যে ভাবনা।
সদাই তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে হেরিব
তুমি কাছে নাই ইহা ভাবিতে নারিব।
পিতৃসত্য হেতু রাম বনেতে চলিল
লক্ষ্মণ সর্ব্বস্ব ত্যাগি' সাথেতে রহিল।
রহিল ঊর্ম্মিলা দেবী রাজ-পুরী মাঝে
দিমমণি অস্তে যথা কমল বিরাজে।
ডুবে গেল নয়নেতে রবির কিরণ
রাজ-পুরী শুন্য হায় বিষাদ ক্রন্দন।

পতির বিচ্ছেদ বালা কেমনে সহিবে
স্তব্ধ পাষাণ সম নীরবে রহিবে।
পরাণে সান্ত্বনা সুধু এই মাত্র তার
ভ্রাতৃ বৎসল হেন কেবা আছে আর।
নিজ স্বার্থ বলিদান কে দিয়াছে হেন,
ঊর্ম্মিলা ভাবেন মনে তবে হায় কেন,—
প্রভুর কর্ত্তব্যে বাধা আর না হইব,
তাঁর গুণ হৃদে স্মরি পরাণ বাঁধিব।
সতীর দেবতা পতি তন্ত্রমন্ত্র সার
তাহার ইচ্ছায় পথে হবো আগুয়ার।
দুহু সাথে দোঁহে দেখা নাহিবা রহিল
তিনি আমি অভেদ আত্মা অন্তর জানিল।
তাঁর যশে যশস্বিনী আমি যে রহিব
নারী আমি পতি-যোগ্য হ'তে কি নারিব।
উদ্দেশে নয়ন জলে ধোয়াব চরণ
তিনি যে তপস্বী দেব ঊর্ম্মিলা জীবন ॥১২৭॥

—*—

দময়ন্তী।

নল নরপতি দময়ন্তী সতী সাথে লয়ে ভ্রমে বনে
গহন কান্তারে পর্ব্বত আগারে আছয়ে উদাস মনে,
রাজ্য-সুখধন প্রজা অগণন কোথায় রহিল সব
কলির তাড়নে হারায়ে স্ব-জনে হৃদে বহে দুঃখ ভার।
সময়ের ফেরে সব যায় সরে থাকে না কিছুই তার
উচ্চমাথা নত হয় অবিরত বহে গো হৃদয় ভার,
দময়ন্তী বনে ফিরে পতিসনে স্বামী-মুখ হেরি রয়
স্বামীর সংহতি আছে তবু, সতী এই মনে সুধু কয়।
নারীর জনমে সুখ দুঃখ সনে পতি যে সর্ব্বস্ব তার
পতি পাণে চাহি সব দুঃখ সহি বহে গো জীবন ভার,
কলির প্রবেশে নলরাজা শেষে এহেন দুর্গতি পায়
বিচ্ছেদ দোঁহার ঘটাব এবার, কলি মনে মনে কয়।
কলির তাড়নে রাজার জীবনে নাহি আর সুখ লেশ
রাজা ভাবে মনে, দময়ন্তী সনে আর না ভ্রমিব দেশ,
রাজার কুমারী বনে লয়ে ফিরি আমার করম গুণে
সাথে না লইব দূরে পলাইব ফেলিয়া তাহারে বনে।
মম সাথে থাকি দুর্গতির বাকি তাহার না রবে আর
রাণীর যাতনা আর ত সহে না লুকাব নিজে এবার,

দময়ন্তী অতি আছে বুদ্ধিমতী আমায় না হেরি হেথা
পিত্রালয়ে যাবে স্থান সেথা পাবে ঘুচিবে অন্তর ব্যথা,
হায়, হায়, রাজা বড় স্বার্থ পর রাণীর মন না জানে
গহন বিজনে অথবা অশনে পতি সনে সুখ মনে।
অবলা সরলা দময়ন্তী বালা বুঝিতে নারিল ছল
অঙ্কে মাথা রাখি ঘুমাইতে দেখি আসিল কলি সে খল,
এক বস্ত্র দোঁহে পরণেতে রহে দ্বিতীয় নাহিক আর
কলি অস্ত্র দিল বস্ত্র কাটি নিল, পলাল রাজা সত্বর,
নিদ্রা ভঙ্গে আঁখি সব শুন্য দেখি বালা ব্যাকুলিতা প্রায়
ক্ষণে উঠে পড়ে হাহাকার করে মুরছিতা হলো কায়।
ঐশ্বর্য্য হারাল দুঃখ নাহি ছিল নাহি ছিল তাহে ক্ষতি
পতি অন্বেষণে উম্মাদিনী বনে জীবন হারায় সতী,
অথবা জীবন না যাবে এখন নারী যত সহে দুঃখ
পতি সাথে ছিল সেও ত্যজি গেল কোথায় লুকাবে মুখ
অথবা কাহার' দোষ নাহি আর সকলি করম ফল
সুখ দুঃখ দাতা সেই সে বিধাতা তাঁহারি নিয়তি বল।

—*—

সাগর-তীরে (কল্পনা সুন্দরী)।

আমি থাকি বহু দূরে, অনন্ত সাগর তীরে,
অতি ক্ষুদ্র কুটিরেতে একা।
হাসি খেলি নাহি সাথী, একা ফুল মালাগাঁথি
একদিন তার সনে দেখা॥
পরম রূপসি নারী, এলো চুলে ঝরে বারি
আহা মরি ! দেব নারী সম।
গলে মালা দোলে মরি, মুগ্ধ হয়ে তারে হেরি
নয়ন ফিরাতে নারি মম॥
জীবনে দেখিনি কারে, থাকিতাম একধারে
তুলিতাম ফুল ভরি ডালা।
মুখেতে মধুর হাসি, নয়নে অমৃত রাশি
কে তুমি গো বল দেখি বালা ?
এসেছ ছলিতে মোরে, যেয়োনা যেয়োনা ফিরে
কি দেখিছ চাহি মোর পানে।
যদি গো এসেছ থাক, একা ফেলে যেয়োনাক
তৃপ্ত কর বাক্য-সুধা দানে॥
কহিনু রূপসি বালা, গাঁথিতে কি দিবে মালা
মোরে কি করিবে তুমি দাসী।

চরণ পাবার আশে, আসিয়াছি তব পাশে
দিবে স্থান, মোর দুঃখ নাশি ?
আমি চির অনাথিনী, আর কার নাহি জানি
দিবে কি সেবিতে ও চরণ।
নিয়ে যেয়ো এক সাথে, সেই মরণের পথে
তব কাছে লইনু শরণ ॥
ব্যাকুলতা দেখে মরি, নয়নে উথলে বারি
এও যে দুঃখিনী মোর সম।
সাথী হারা হয়ে ছিনু, ভাগ্যবলে এরে পেনু
মুছাইতে অশ্রুজল মম ॥
এস দোঁহে মালা গাঁথি, জীবন মরণ সাথি
তোমারে পেয়েছি পুণ্য ফলে।
অনন্ত দেবের লেখা, তাই তব সাথে দেখা
চলে যাব তব প্রেম বলে ॥১২৯॥

—*—

শেষ দিন।

ত্যজিয়া এ ধরাধাম যেতে হবে শেষ দিন
মোহ পাশে বদ্ধজীব ভাবনাক এক দিন,
এ জীবন মায়াময়, মায়া ঘোরে অচেতন
ক্ষণ যদি মৃত্যুস্মর অমনি ব্যাকুল মন।

কেন আকুল, অস্থায়ী দেহে প্রাণের মমতা
ভবে আসি কি করিনু, খালি মায়াকাতরতা,
আদরেতে পালাবেনা, অনাদরে আসিবে না
সময়ে আসিবে মৃত্যু মানা কারো মানিবে না।

অতি ক্ষুদ্র বিন্দু প্রায় আসিয়াছি এ ধরায়
মিলাইব মুহূর্ত্তেকে জানিবে না কেহ হায়।
তাই বলি ওরে মন ছায়া মাত্র এ জীবন
কামনা বাসনা ত্যজ ভাব সেই নারায়ণ।

ক্রমে দিন যায় কি হ'বে উপায় শেষ দিনে
করিয়াছি পাপ কে ঘুচা'বে তাপ তোমা বিনে।
এ বিশাল বিশ্ব ত্যজিয়া যাইতে কাঁদে প্রাণ
তাঁরে, ডাকিতে নারিনু বুঝি, হয়ে এল অবসান।

—:‡•‡:—

বিদায়।

সুখে দুঃখে গাঁথিয়াছি বন ফুল হার,
ভারতি গো দিতে আজি চরণে তোমার।
মানসে উঠিল জাগি
কত সুখ দুঃখ গান
জানি না গাহিতে কেন
আকুল হইল প্রাণ।
ফুটাইতে গিয়াছিনু স্বপনের ফুল,
নৈরাশ্য আঁধার হেরি বুঝিলাম ভুল।
সাধের বাসনা আজি দিনু বিসর্জ্জন,
বাসনা না পূরে হায় বৃথা আকিঞ্চণ।
আজিকের তরে মোরে দেগো মা বিদায়,
চরণে রাখিস যেন ঠেলিস্‌নে পায়।১৩১॥